ফিলিস্তিনের স্বীকৃতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি তুরস্কের আহ্বান

সারে-জমিন

বারুইপুর হাসপাতালে শীতাতপ ঘরে রোগীরা

রূপসী বাংলা

গাজা যুদ্ধ: বিশ্বকে এখন সমাধানের দিকেই যেতে হবে

সম্পাদকীয়

শুকিয়ে যাচ্ছে দামোদরের জল, শঙ্কায় বাসিন্দারা

সাধারণ

কোহলির ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৩ এপ্রিল, ২০২৪
১০ বৈশাখ ১৪৩১
১৩ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 110 ■ Daily APONZONE ■ 23 April 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ফাতিমা বি, মিঠুন সহ ৬৭ জনকে পদ্ম সম্মান কেন্দ্রের

আপনজন ডেস্ক: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে ৬৭ জন ব্যক্তিত্বকে পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দ্রৌপদী মুর্মু তিনটি পদ্মবিভূষণ, আটটি পদ্মভূষণ এবং ৫৬ টি পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করেন। বিচারপতি এম ফাতিমা বি (মরণোত্তর), অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, গায়িকা ঊষা উত্থুপ, অভিনেতা বিজয়কান্ত (মরণোত্তর) এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যব্রত মুখার্জি পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ফাতিমা বি ২০২৩ সালের নভেম্বরে মারা যান। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি ছিলেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথম মহিলা চেয়ারপারসন এবং প্রথম মুসলিম মহিলা গভর্নরও ছিলেন।

২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল

আপনজন ডেস্ক: চলমান লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ২০১৬ সালে রাজ্যে নিয়োগ হওয়া ২৫ হাজার ৭৫৩ জন উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষেকর চাকরি বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছে। সোমবার এ রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত হওয়া কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বর রশিদির নেতৃত্বে গড়া ডিভিশন বেঞ্চ।

২০১৬ সালে চাকরির জন্য ৩০ লাখ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট জাল করে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং গ্রুপ সি ও ডি গ্রুপে আবেদনকারীদের মধ্যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের নিয়োগ দেয়। এই নিয়োগপ্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ জালজালিয়াতিতে ভরা। অভিযোগ, লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে এই চাকরি বিক্রি করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তা ও তৃণমূলের নেতারা। এরপর সিবিআইয়ের অভিযানে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাসভবন থেকে উদ্ধার হয় ৫০ কোটি টাকা। এখন পার্থসহ শিক্ষা দপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও তৃণমূলের নেতা কারাগারে। এই নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্ত করছে সিবিআই।

এর ফলে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ হন, তাঁদের বঞ্চিত করে চাকরি দেওয়া হয় ঘুষের বিনিময়ে। এরই প্রতিবাদে মামলা শুরু হয় কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেশ কিছু অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি বাতিলও করেন।

এই নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হলে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে একটি ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করেন। সব নিয়োগ মামলাকে একত্র করে বিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাড়ে তিন মাস ওই ডিভিশন বেঞ্চ এ মামলার শুনানি শেষে আজ ২৭১ পাতার এক নির্দেশে জানিয়ে দেন, জালিয়াতি করে চাকরি পাওয়া ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি অবৈধ। পাশাপাশি আরও নির্দেশ দেন, দ্রুত চাকরির প্রক্রিয়া শুরু করার। ওই নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ১২ শতাংশ সুদসহ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। এ নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও নির্দেশ দেন। রায়ে শুধু এক শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখা হয়েছে। তাঁর নাম সোমা দাস। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। তাই মানবিক বিবেচনায় তাঁর চাকরি বহাল রেখেছেন আদালত।

অতীতে যখন হাইকোর্ট চাকরি বাতিল করেছিলেন, তখন চাকরি হারানো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের চাকরি নিয়ে নেওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দেন। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি পাঠান। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটি ছয় মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে মামলাটি শেষ করে আজ রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, এই বিষয়ে এখনই তিনি কিছু বলবেন না।

তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের রায়ে সন্তুষ্ট নন। তবে তিনি বলেন, আমরা ৫ মিনিটেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্টে অর্ডার পেয়ে যাব।

এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, আমি আদালতের সমালোচনা করছি না । তবে রায় দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ অন্যায় করে থাকে, তাদের শাস্তি দেওয়া হোক । যারা দোষী তারা তদন্তের মধ্যে পড়ুন, তাদের শাস্তি হোক। কিন্তু যারা যোগ্য প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাদের চাকরির দরজা খুলে দেওয়ার। আমরা কখনওই দুটো বিষয়কে মেশাতে চাইনি । যারা অন্যায় কাজ করেছে তারা অন্যায় করেছে। পাপ করেছেন আমরা তার নিন্দা করছি। আমরা বারবার বলেছি যারা যোগ্য প্রার্থী, যাদের কোনও ভুল নেই, তাদের জন্য যেন চাকরির দরজা বন্ধ না হয়।

কুনাল আরও বলেন, রাজ্য সরকার এই মর্মে তাদের ভাবনার কথা হাইকোর্টকেও বারবার জানানোর চেষ্টা করেছে । কিন্তু যেভাবে সকলের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করা হল এবার আইনজীবীরা ঠিক করবেন এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তারা সুপ্রিম কোর্টে যাবেন কিনা! সেটা আমার বলার এক্তিয়ার নেই।

চাকরি যাওয়া শিক্ষকরা ভোটের কাজে, তাদের সরানো নিয়ে প্রশ্ন

আপনজন ডেস্ক: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন যে ২৫ হাজার শিক্ষক নিযোগ করেছিল তাদের চাকরি বাতিলের ঘোষণা দেওয়ায় নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই ২৫ হাজার শিক্ষকরা এখন নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত। তাহলে কি নির্বাচনের কাজ থেকে তাদের দূরে রাখা হবে? যদি তাদের ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচনে কর্মী সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানান, প্রতি দফার জন্য ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভোটকর্মী সংরক্ষিত বা রিজার্ভে থাকে। তাই ২৫ হাজার কর্মীর চাকরি বাতিল হলে ভোটকর্মীতে টান পড়বে না রাজ্যের নির্বাচনে।

চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা মমতার

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানীর সমর্থনে করণদিঘীর কিষাণ মান্ডি মাঠে ও চাকুলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা মাঠে সোমবার জনসভা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৫ হাজার স্কুল শিক্ষকে চাকরি বাতিল করায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হবে রাজ্য। তিনি বলেন,এখন তো এখানের বিচারালয় বিজেপির বিচারালয় হয়ে গেছে। দিল্লির দপ্তর থেকে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। বিচার হয়। আমরা আজকের রায়কে অবৈধ মনে করি। আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'ওরা জেলে পাঠাবে, আমি তৈরি। আমি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি চাকরি হারাদের পাশে আছি। আমার যত দূর যেতে হয় যাব। ওরা আমায় জেলে পাঠাবে? আমি তৈরি। অপরদিকে, মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, কেন্দ্র সরকারের সব প্রতিশ্রুতিই মিথ্যে। ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছে? সাধারণ মানুষের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি। আরও বলেন, নির্বাচনের আগে কেবল টাকা দেওয়ার কথা বলে বিজেপি। মিটিং এ লোক পাচ্ছে না তাই সাধারণ মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, বিজেপি টাকা দিলে নিয়ে নেবেন কারণ ওটা বিজেপির নিজস্ব টাকা নয়, সাধারণ মানুষের হকের টাকা। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, গ্যাসের দাম এখন হাজার পঞ্চাশ টাকা, জিতলে নির্বাচন শেষে তার দাম আরও বেড়ে যাবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাদিকুল ইসলাম, চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মুস্তফা এবং গোয়ালপোখর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নূর হাসান নূর তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেন।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)
গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার
সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

প্রথম নজর

খাতড়ায় আগুনে পুড়ে ছাই ১৩টি দোকান

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার খাতড়ায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই ১৩ টি দোকান, দমকলের ৩ টি ইঞ্জিনের আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে। ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল মোট ১৩ টি দোকান। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার খাতড়ায় পাম্প মোড় এলাকায়। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন প্রায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের তৎপরতায় অল্পের জন্য রক্ষা পায় পার্শ্ববর্তী একটি পেট্রোল পাম্প। বাঁকুড়ার খাতড়া পাম্প মোড় এলাকায় রাস্তার ধারের ফুটপাথে একের পর এক চা, জলখাবার, মাংস ও মাছের দোকান রয়েছে। গতকাল রাত আড়াইটা নাগাদ কর্তব্যরত সিভিক কর্মীদের নজরে আসে পাম্প মোড়ের একটি দোকান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দ্রুত দমকলে খবর দেন ওই সিভিক কর্মীরা। লাগোয়া এলাকায় দমকল কেন্দ্র থাকায় সেখান থেকে দমকলের কর্মীরা ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের প্রায় ১৩ টি দোকানে। প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করলেও পরে খাতড়া দমকল কেন্দ্রের দুটি ইঞ্জিন ও বাঁকুড়া দমকল কেন্দ্র থেকে আরো একটি ইঞ্জিন তলব করা হয়। তিনটি ইঞ্জিন লাগাতার ভাবে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে আগুন নেভানোর কাজ চালানোর পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই ওই ১৩ টি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

জঙ্গিপুরে জলে ডুবে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুরের ভাগিরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেল এক কিশোর। মৃত কিশোরের নাম কারান খাঁন (১৪)। জঙ্গিপুর পৌরসভার রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা পিতা টগর খাঁন পেশায় বিড়ি ব্যবসায়ী। পারিবারিক সুত্রে জানা যায় পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান কারান খাঁন বেলা ১২ টা নাগাদ ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের খোঁজাখুঁজির প্রচেষ্টায় প্রায় ২ ঘন্টা পর উদ্ধার করা হয়। এরপর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

মনোনয়ন জমা দিলেন ইউসুফ পাঠান

রঙ্গিলা খাতুন ও সারিউল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলায় দু দফায় ভোট ৭ মে ও ১৩ মে। ৭ মে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে এবং ১৩ মে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে। একে একে সকল প্রার্থীরা মনোনয়ন পেশ করছেন। মনোনয়ন পত্র জমা করলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। হাই ভোল্টেজ লোকসভা কেন্দ্র বহরমপুরে পাঁচবারের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। সোমবার মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষী মিত্রর কাছে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা করেন পাঠান। মনোনয়ন জমার সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান, বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান রবিউল আলম চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা সহ অন্যান্যরা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ইউসুফ পাঠানের বক্তব্য, আজ বিজেপি প্রার্থীও নমিনেশন করতে এসেছেন দেখা হল ওনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। অধীর প্রসঙ্গে জানান, উনি লড়বেন আমিও লড়বো, মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি সেটাই করার উদ্দেশ্যে আছে। মানুষের কাছে অনেক সাড়া পেয়েছি। মনোনয়নকে পেশকে ঘিরে দেখা গেল রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি। ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদের জেলার বহরমপুর। একই দিনে প্রায় একই সময়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যান বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান এবং বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা। মনোনয়ন কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর সাক্ষাৎ হতেই একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরস্পরকে 'বেস্ট উইসেস'ও জানান তাঁরা। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে সামিল হয়েছিলেন।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাব: এসএসসি চেয়ারম্যান

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে এস এস সি। রায়ের কপি পেলেই মুভ করবে। কি গ্রাউন্ডে অ্যাপিল সেটা পরে জানাবো। মূল কারণ হল, এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সিবিআই তদন্ত চলেছে। ৫০০০ নিয়োগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ সিবিআইয়ের। এগুলির নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ ছিল। বাকি প্রায় ১৯০০০ এর ব্যাপারে কি অভিযোগ? তাদের কেন চাকরি গেল? এখনও পরিস্কার নয়। তাই রায়ের কপির জন্য অপেক্ষা করছি। স্কুলে শূন্যতা কি ভাবে পূরণ হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আমি আদালতের এই রায়ে অসন্তুষ্ট। রায়ের কপি হাতে পেয়ে আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে মুভ করব। ও এম আর শিটের পুনর্মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনো গাইডলাইন নেই। ৩৫০ টির বেশী মামলা। ফলে বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। নতুন নিয়োগ শুরু নিয়ে বা তার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এখনই কিছু বলতে পারব না। নিয়োগ করাই তো আমাদের কাজ। সরকার নির্দেশ দিলে প্রক্রিয়া শুরু করব। কিন্তু আদালত জানিয়েছে ফ্রেশ নিয়োগ নয়। ও এম আর পুনর্মূল্যায়ন। আমরা সিবিআইয়ের থেকে হার্ড ডিস্ক নিয়ে দেখব সেখানে কি কি পাওয়া যায়। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের ঐতিহাসিক রায় সোমবার দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনও চাকরির বৈধতা নয়, জানিয়ে দিল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিজ নিজ জেলার সরকারী ট্রেজারী ব্যাঙ্কে শুরু থেকে এযাবৎ কালের পাওয়া পাই পাই বেতনের পুরো টাকাও, সম্পূর্ণ ফেরত দিতে হবে। চাকরীর নির্দেশ হাইকোর্টের।

এই রায়ের প্রতিলিপি সোমবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে রাজ্য সরকার এই মামলার কলকাতা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। পরে সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে মামলার ফের বিচার শুরু হয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। সুতরাং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গেল। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন কেন পুরো প্যানেল বাতিল করা হলো এর কারণ জানতে এই রায় কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হবে। সোমবার সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে একসঙ্গে ৩৫০টি মামলার রায় ঘোষণা করল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। সকাল সাড়ে ১০ টায় ২৮১ পৃষ্ঠার রায় পড়েন বিচারপতি বসাক। গত তিন মাস ধরে গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সব মামলা বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি চলেছে। বিচারপতিদের ডিভিশন বেঞ্চ এও জানিয়ে দেন, দুর্নীতির ব্যাপারে সিবিআই তাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে।

হকার্স সংগঠন পাশে দাঁড়াল হকারদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়ন মালদা জেলা শাখা দাঁড়াল ক্ষতিগ্রস্ত হকারদের পাশে। এর পাশাপাশি মালদা জেলা ই-রিক্সা অপারেটর্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও শহর যানজট মুক্ত রাখার দাবি তোলা হয়। কত কয়েক সপ্তাহ আগে মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৪ জনের ভ্যান রিক্সা আটক করেছিল প্রশাসন। হকাররা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে সেই ভ্যান রিক্সা ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। সংগঠনের দাবি মেনে প্রশাসন ছেড়ে দেয় ভ্যান রিক্সা গুলি। সোমবার সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ক্ষুদিরাম মিস্ত্রী ধন্যবাদ জানান প্রশাসনকে। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, নিয়ম মেনে সংগঠনের হকাররা যদি ব্যবসা করে তাদের পাশে সব সময় দাঁড়াবে সংগঠন। তবে প্রশাসনের নিয়ম মেনে চলার জন্য হকার্সদের কাছে আবেদন রাখেন তিনি। পাশাপাশি শহর যানজট মুক্ত রাখার জন্য ই-রিক্সা স্ট্যান্ড ও রাস্তা সম্প্রসারণের দাবি রাখেন প্রশাসনের কাছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গুড়গুড়িপোতা গ্রামে যুবকদের ইসলামী জলসা

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলী চন্ডীতলা নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে গুড়গুড়িপোতা যুবকবৃন্দের পরিচালনে ইসলামী জলসা অনুষ্ঠিত হল গত শনিবার। কোরআন পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান পর্ব। বাদ আসর শুরু হয় বাচ্চাদের ক্বিরাত প্রতিযোগিতা ও ইসলামিক কুইজ দিয়ে। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মৌলানা এহসান আলীআভী। সঞ্চালক মৌলানা আব্দুল আজিজ রাহমানী সুচারুভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। কুরআন ও হাদিসের উপর আলোকপাত করেন মাওলানা ইসমাইল মাদানী সাহেব এছাড়াও কোরআন হাদিসের উপর উর্দু ও বাংলায় আলোকপাত করেন মাওলানা সাবির আলী উমরী। শাইখ হাসানুজ্জামান শাইখ জামাল রিয়াজি কুরআন ও হাদিসের উপর ওয়াজ করেন। প্রসঙ্গত এই দিনের ইসলামী জলসায় বাচ্চাদের কুইজ পরিচালনা করেন গুড় গুড়িপোতা জামে মসজিদের নায়েবে ইমাম জনাব মাওলানা আবুল হোসেন সালাফী।

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশ

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ভোটের মুখে দল বিরোধী কাজ। একেবারের বরদাস্ত করা হবে না। দল বিরোধী কাজের গন্ধ পেতেই এমনই কড়া বার্তা তৃণমূলের। সেই নিয়ে তোলপাড় সোস্যাল মিডিয়া। গত শনিবার তৃণমূল নেতা মোহাম্মদ মহাসিন মন্ডলের ডাকে ঈদ মিলনী শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে দলে গুরুত্ব না পাওয়া তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যাদের নামে দলবিরোধী বলে অভিযোগ। সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া মাত্রই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকা জুড়ে। কে বিরোধী, কারা বিরোধী। তাকে ঘিরেই শুরু হয়ে যায় জল্পনা। এলাকার কোন কোন তৃণমূল নেতা মহম্মদ মহাসিন মন্ডলকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবিও তুলেছেন। আবার অন্যদিকে দলেরই কোন নেতা বলছেন মহাসিনের দাবি সঠিক। তিনি ঠিকই বলেছেন। শুধু মহসিন কেন। দিন কয়েক আগে ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি শামসুল হোদা বকুল সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ উগড়ে লেখেন 'সৎ নেতৃত্ব বা কর্মীরা ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় না। তাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে হারিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়।' নলহাটি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের দলে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে কেউ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে প্রকাশ্য ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন তো আবার কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ তুলে ধরছেন। কেউ আবার দলে গুরুত্ব না পেয়ে চুপচাপ ঘরে বসে গেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলের দলীয় নেতা কর্মীরা বঞ্চিত কেন। কেন তাদের দলে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তবে দলের প্রতি যারা বিক্ষুব্ধ হাঁসনের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, দলের ক্ষতির আগে তাদের বহিষ্কারের দাবি জানাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

মৎস্যজীবিদের একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি কুলতলির বিডিওকে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের উদ্যোগে সোমবার সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের পরিচয়পত্র ও ভাতার জন্য স্মারকলিপি প্রদান কুলতলিতে। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের জীবন -জীবিকা নদী, সমুদ্র কেন্দ্রীক। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁরা জলে নামতে পারেন না। আর এই সময়ের জন্য সরকারি অনুদান/ ভাতা আছে। কিন্তু সেই অনুদান/ভাতা সবার হাতে পৌঁছায় না। কারণ তাদের অনেকেরই মৎস্যজীবির কার্ড, সমুদ্রসাথী কার্ড নেই। অনেকের হয়তো পুরাতন কার্ড আছে। সেই জন্য অনুদান/ ভাতা পাচ্ছেন না। তাছাড়া বহু মহিলা আছেন যাঁরা নদীতে মাছ, মীন ধরে সংসার চালায়, কিন্তু তাঁদের কোন কার্ড নেই। তাঁদের সরকারিভাবে কোন কার্ড দেওয়া হয় না। সেই জন্য কোন অনুদান/ ভাতা তাঁরা পান না। কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিপূরণ পান না। মাঝেমধ্যেই লাইসেন্স/কার্ড না থাকার অজুহাতে তাঁদের হেনস্থা করা হয়। জলে নামতে দেওয়া হয় না। তাঁদের জীবন -জীবিকায় আঘাত পড়ে। আর এই সব মৎস্যজীবিদের পাশে থেকে দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর এই সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার প্রথম তাবদহকে উপেক্ষা করে মিছিল সহকারে কয়েকশো মৎস্যজীবিকে সঙ্গে নিয়ে কুলতলি বিডিও অফিসে স্মারকলিপি তুলে দিলো এপিডিআর। এ ব্যাপারে এই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, আমরা এই সব মৎস্য জীবিদের তাদের নায্য অধিকারের দাবীতে তাদের পাশে আছি, আমরা এদিন বিডিওর কাছে কয়েকদফা দাবি রেখেছি। সে গুলো হলো - বিকল্প কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে কোন মৎস্য জীবিকে নদী থেকে উৎখাত করা যাবে না। প্রত্যেক মৎস্যজীবি কে মৎস্যসাথী, সমুদ্রসাথী কার্ড দিতে হবে। যে সমস্ত মানুষ শুধু মাত্র নদী সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল তাদের প্রত্যেককে সমুদ্র সাথী প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। যাদের নতুন কার্ড নেই তাদের পুরোনো কার্ডেই ভাতা দিতে হবে। এই বিষয় গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দেন বিডিও।

বারুইপুর হাসপাতালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে সরানো হল রোগীদের

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: তীব্র দাবদহে সাধারণ মানুষ এর জীবন নাজেহাল হচ্ছে। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাই অসুস্থ রোগীদের কথা মাথায় রেখে আপাতত পুরুষদের ওয়ার্ডে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর করল বারুইপুর মহকুমা হসপিটালে। প্রবল গরমে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের থাকার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হল। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বর্তমানে পুরুষ ওয়ার্ডে প্রায় ৩৪ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। কিন্তু পুরুষ ওয়ার্ডটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় ভর্তি থাকা রোগীরা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসাও ব্যাহত হচ্ছিল। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দাবি, প্রবল গরমে ওই ওয়ার্ডে থাকতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। এমনকী একটু স্বস্তির জন্য বাড়ি থেকে পাখাও নিয়ে এসেছিলেন কেউ কেউ। এই অসুবিধার কথা ভেবেই সোমবার পুরুষ ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের হাসপাতালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অন্য একটি ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের সিদ্ধান্তে খুশি রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা। পুরুষ ওয়ার্ডের ইনচার্জ সঙ্গে কথা বলে জানা যায় অত্যধিক গরমের জন্য রোগীদের পরিষেবা দিতে কিছুটা ব্যহত হচ্ছিল। নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর রোগীদের পরিষেবা অনেকটাই ভালো দেওয়া যাবে এতে করে রোগীরাও তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে বলে তিনি মনে করেন।

বীরভূমে মনোনয়ন পত্র জমা বাম জোট প্রার্থী ও তৃণমূল কংগ্রেসের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য বীরভূম জেলার দুটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস ও বাম জোট প্রার্থীরা। চতুর্থ দফার পর্বে আগামী ১৩ই মে বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ করা হবে। বীরভূমের ৪১ নম্বর আসন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র এবং ৪২ নম্বর আসন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বীরভূমের জেলা সদর সিউড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা করলেন প্রার্থীরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় অন্যান্য তৃণমূল নেতাকর্মীদের সাথে দলীয় কার্যালয় থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। এই মিছিলে অংশ নেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশীস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ, বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা। অপরদিকে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোটপ্রার্থী মিল্টন রশিদ ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম জোট প্রার্থী শ্যামলী প্রধানও সোমবার মনোনয়নপত্র জমা করলেন। মনোনয়নপত্র জমা করার পর তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। তিনবারের জয়ী শতাব্দী রায় বলেন মিল্টন রশিদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও বিরোধী প্রার্থী হয়ে লড়লেও আমাদের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক যাতে বজায় থাকে, সে চেষ্টাই করবো। শতাব্দীর সাথে আসা তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক স্বপন ঘোষ কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সৌজন্যতা দেখান মিল্টন রশিদ। জয়ের বিষয়ে বিদায়ী সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন আগামী ৪ ই জুন ফলাফলের দিনই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তৃণমূলই জয়ী। মমতা ব্যানার্জির প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই এবং আগামী ১০ বছরেও কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কেউ থাকবে না, মমতা ব্যানার্জির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি নিজেই; বলে মন্তব্য করেন শতাব্দী রায়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর শতাব্দী রায় নলহাটির নন্দীকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন। এরপর পাথরচাপুরি দাতা বাবার মাজারেও চাদর চড়ান।

বসুন্ধরা দিবসে 'ওয়াটার ব্যাঙ্ক' চালু হল বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বসুন্ধরা দিবসে বালুরঘাটে 'ওয়াটার ব্যাঙ্ক' চালু করলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মূলত অবলা প্রাণী ও পাখির কথা ভেবে এবং জলের অপচয় রুখতে এই উদ্যোগ বলেই জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০০৬ সালের পর থেকে পরিবেশের কাজ নিয়মিত করে আসছে পরিবেশ প্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিশারী সংকল্প। এবার তারাই ২২ এপ্রিল বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসে জল ব্যাঙ্ক চালু করলো। এই ব্যাঙ্ক কি? স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে বোতলে ব্যবহৃত খাওয়ার জল প্রায়শই অবশিষ্ট থেকে যায়। জল সহ সেই বোতল গুলি ডাস্টবিনে যায়। অথবা জল ফেলে দেওয়া হয়। এই চূড়ান্ত জলসঙ্কটের দিনে এই জলও যাতে অপচয় না হয়, সঠিক কাজে ব্যবহার করা যায় সেই জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বোতলের জল সংগ্রহ করা হয়। তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে অথবা উঁচু জায়গায় অবলা প্রাণী ও পাখি দের জন্য মাটির পাত্র রেখে সেই সংগ্রহ করা জল দেওয়া হবে যাতে তারা পান করতে পারে। একেই দিশারী সংকল্প নামকরণ করেছে 'জল ব্যাঙ্ক'। ২২ এপ্রিল বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসে এই জল ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয়। আগেই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বোতলের অবশিষ্ট জল সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। এদিন তা বালুরঘাট শহরে বিভিন্ন জায়গায় দেন সংস্থার সদস্যরা।

সিএএ বিরোধিতায় আক্রান্ত 'বাংলা পক্ষ'

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ বাটার মোড়ে সিএএ নিয়ে বক্তব্য রাখায় অরাজনৈতিক সংগঠনের উপর হামলা ঘটনা ঘটেছে। যে ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে অরাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলা পক্ষ' বাংলা ও বাঙালি স্বার্থে অধিকার আদায়ে কাজ করে আসছে। রবিবার বনগাঁ বাটার মোড়ে 'বাংলা পক্ষ'র তরফে অনুষ্ঠিত সভা থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাংলায় পড়ে শোনাচ্ছিলেন 'বাংলা পক্ষ'র সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, সেই সময়ই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। তাদের দাবি, রবিবারের সভায় আইনটি বাংলায় পড়ে শোনানো হচ্ছিল তাতেই হামলাকারীরা ভেবেছেন, বিরোধী বক্তব্য রাখা হচ্ছে। আর সেই কারণেই বক্তা তথা সংগঠনের সম্পাদককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ আঙুল বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিজেপির কয়েকজন কর্মী সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন এবং হেলমেট দিয়ে ধাক্কাধাক্কি, মারধর শুরু করেন। কৌশিক মাইতি জখম হন। সভাস্থলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনগাঁ থানার পুলিশ। পৌঁছন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'বনগাঁয় এ ধরনের ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। বিজেপি শাসিত রাজ্যের সংস্কৃতি এখানে আনতে চাইছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। কারণ ওরা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়।'

প্রথম নজর

৯ বছর পর উমরাহর উদ্দেশে সউদির পথে ইরানিরা

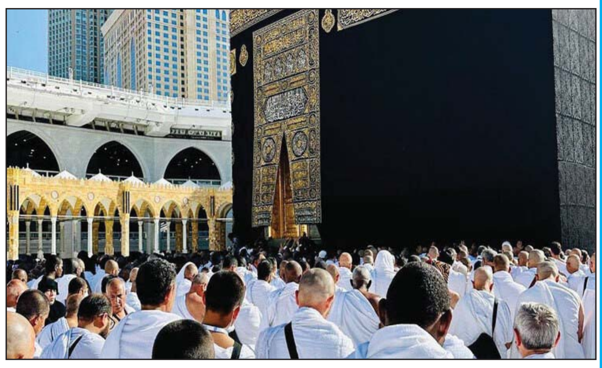

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ৯ বছরের বিরতির পর আজ সোমবার (২২ এপ্রিল) পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির মুসল্লিরা উমরাহ পালনের জন্য তেহরান থেকে পবিত্র মক্কা নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৯ বছরের মধ্যে ইরানি উমরাহ-যাত্রীদের প্রথম দল সোমবার পবিত্র উমরাহ পালনের জন্য সউদী আরবের উদ্দেশে যাত্রা করেছে বলে ইরানের সরকারি বার্তাসংস্থা জানিয়েছে। মূলত সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে। এর আগে দীর্ঘদিন দূরে থাকার পর গত বছরের মার্চ মাসে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সম্মত হয় মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ ইরান ও সউদী আরব। এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দেশের মধ্যে আবারও সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। আর উভয় দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির পেছনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিল চীন।
মূলত ২০১৬ সাল থেকে থেকে মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই বড় দেশের মধ্যে কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। সেবছর সউদী আরব এক শিয়া নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তেহরানের সউদী দূতাবাসে হামলা হয়েছিল। আর তারপর দুই দেশের সম্পর্কে নাটকীয় অবনতি ঘটে।
মূলত ইরানি বিক্ষোভকারীরা তেহরানে সউদী দূতাবাসে হামলার পর ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে সউদী আরব ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারপর থেকে সুন্নি এবং শিয়া-নেতৃত্বাধীন এই প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তেজনা প্রায়ই জারি ছিল। এই দুই দেশ একে অপরকে নিজের আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করে থাকে।

বিখ্যাত ডাচ অভিনেতা ডনি রোয়েলভিঙ্কির ইসলাম গ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: বিখ্যাত ডাচ অভিনেতা ডনি রোয়েলভিঙ্ক কালিমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি অনেক দিন ধরে হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজছিলেন। অবশেষে ইসলাম ধর্মেই সে শান্তি খুঁজে পান। শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের জনপ্রিয় পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফের বরাতে জানা যায়, স্থানীয় এক মসজিদে জুমার নামাজের পর শত শত মুসল্লির সামনে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বিখ্যাত ডাচ অভিনেতা ডনি রোয়েলভিঙ্ক। ডনি রোয়েলভিঙ্ক পাবলিক ফিগার ও মডেল হিসেবে পরিচিত। তার ইনস্টাগ্রামে এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি একটি মসজিদের ভেতরে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ছেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘আমি জানি আপনারা আমাকে ফলো করেন। আপনারা জানেন গতকাল আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন ছিল।’ ডনি রোয়েলভিঙ্ক ২৬ বছর বয়সী রিয়েলিটি তারকা। ২০২২ সালে বন্ধুদের সঙ্গে একটি ফিটনেস ভিডিও শুট করার সময় তিনি আহত হয়েছিলেন। পাঁজর ভেঙে যাওয়ায় কয়েক সপ্তাহ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। একই বছর তার অণ্ডকোষ ক্যানসার ধরা পড়ে। ওই দুটি ঘটনায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। আত্মিক শান্তি খুঁজতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে শান্তি খুঁজে পান। এ ধর্ম তার ভালো লাগে। অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।
কয়েক সপ্তাহ ধরে ডনি মসজিদে যান, রমজানে রোজাও পালন করেন। অল্প অল্প করে কোরআনও তিলাওয়াত করেন। এই সবকিছুই তার মন পরিবর্তন করে দেয়। ভালোলাগা ও প্রশান্তি অনুভব করেন। আর সে জন্যই তিনি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন।
পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুসারে, ২০১৫ থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা সামগ্রিক বিশ্বের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম হবে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম।
গত বছর, রডটাং জিতমুয়াংনন, মুয়ে থাই চ্যাম্পিয়ন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জার্মান ফুটবলার রবার্ট বাউয়ার তার অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা জানান। এ ছাড়াও অসংখ্য বিখ্যাত মানুষ ইসলামের দিকে ফিরে আসছেন।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি তুরস্কের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের ভেটোর বিরোধিতা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের সদস্য হতে না দেওয়া অন্যায়। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই অন্যায়ের বিরোধিতা করার এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।
ইস্তাম্বুলে মৌরিতানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ সালেমে ওউলদ মেরজুগের সাথে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ফিদান এসব কথা বলেন। ফিদান বলেন, মৌরিতানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তারা গাজায় চলমান গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, দুই দেশ গাজার বিষয়ে ‘সংহতি’ প্রকাশ করছে এবং ‘জরুরি যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক ত্রাণ নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের’ আহ্বান জানিয়েছে।
এর আগে শনিবার ইস্তাম্বুলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের পলিটব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করেন।
তুর্কি প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ অফিস জানায়, বৈঠকে দুই নেতা ফিলিস্তিনের গাজা পরিস্থিতি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
এরদোয়ানের সঙ্গে আলোচনার জন্য হানিয়া গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছান।
হানিয়ার সঙ্গে বৈঠকের আগে গত বুধবার এরদোয়ান বলেছিলেন, তিনি ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামকে সমর্থন দিয়ে যাবেন। তিনি নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের কণ্ঠস্বর হবেন

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে বাইডেনকে পুনরায় নির্বাচিত হতে প্রভাবিত করবে

আপনজন ডেস্ক: যখন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে নির্বাচনের সংঘর্ষ হওয়ার প্রসঙ্গ আসে তখন স্পষ্টতই বিষয়টি বর্তমান প্রেসিডেন্টের জন্য খারাপ খবর। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার অনেক পূর্বসূরীর মতো নিজের বেলাতেও এমন কিছু প্রশ্ন তোলার সুযোগ তৈরি করেছেন, যেমন ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ। এর মধ্যে কিছু প্রসঙ্গ তার অতীত শাসকদের থেকে এসেছে যেমন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার। বেশিরভাগই ঘটনায় উভয়ের ভূমিকা রয়েছে, যেমন গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতিশোধ ও ইরানের ভূমিকা। আসন্ন নির্বাচনের আগে আগে এ ধরনের বিষয়গুলো প্রভাব রাখবে। বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা হবে এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। যেভাবে বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে- অধিকাংশ বিশ্লেষক মনে করেন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি সমস্যার সূত্রপাত। বর্তমানে গাজা পরিস্থিতিও নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।
কিন্তু ভোটারদের মনোভাব অনুমান করা কঠিন। নির্বাচন এখনো অনেক দূরে। তবে নির্বাচনে ভোটারদের ইচ্ছার ওপর আন্তর্জাতিক সমস্যার যে প্রভাব অতীতে দেখা গেছে সেই ইতিহাসের দিকে নজর দিলে ধারণা করা যায় আমেরিকানরা বিশ্বে তাদের প্রভাব নিয়ে কতটা চিন্তিত। আর সেই চিন্তার প্রভাব তাদের নেতা নির্বাচনেও দেখা যায়।
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৯৬৮ সালের নির্বাচন। এ বছর মার্কিন গণতন্ত্র তার পররাষ্ট্রনীতিতে বেশ কয়েকটি গুরুতর সংকটের অগ্রভাগে ছিল। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ও মনোনয়নের জন্য নেতৃস্থানীয় প্রার্থী রবার্ট এফ কেনেডির হত্যাকাণ্ড, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রতি সহিংস প্রতিক্রিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে বছরটি ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে বেশিরভাগ মার্কিন নাগরিক মনে করতেন রিপাবলিকান নেতা নেলসন রকফেলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনতে পারবেন। অনেক ডেমোক্রেট সমর্থকও এই যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। রকফেলার তখন নিউ ইয়র্কের গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এ বছর রকফেলার ছাড়াও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর রোনাল্ড রেগান ছিলেন মনোনয়ন প্রত্যাশী। রিপাবলিকানদের দিকে মুখিয়ে ছিলেন মার্কিনীরা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ ও নাগরিক অধিকারের আইনসমূহ বাস্তবায়ন করাই ছিল অধিকাংশ রিপাবলিকান সমর্থকের চাওয়া। শিকাগোতে এ নিয়ে সমাবেশও ডাকা হয়। কিন্তু সম্মেলনটিতে বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা দেখা দেয়। ৬৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।
ডেমোক্রেট প্রার্থী হুবার্ট হামফ্রে সেবার রিচার্ড নিক্সনের কাছে নির্বাচনে হেরে যান। যদিও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট ভিয়েতনামের থেকে ব্যাপকভাবে ভিন্ন, তবে গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। ভিয়েতনামের মতোই, আজকের ডেমোক্রেটিক পার্টি গাজা প্রসঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে দুভাগে বিভক্ত। ফেব্রুয়ারিতে মিশিগান রাজ্যের প্রাথমিক নির্বাচনে ১ লাখের বেশি ডেমোক্রেট বাইডেনকে একটি বার্তা পাঠানোর জন্য একটি সমন্বিত প্রচারণার অংশ হিসেবে ‘অনিশ্চিত’ ভোট দিয়েছেন। তিনি গাজায় ফিলিস্তিনি হত্যা বন্ধ করতে আরও পদক্ষেপ নিবেন এমনটাই আশা তাদের। ২০২০ সালের নির্বাচনে মিশিগানে মাত্র দেড় লাখে ভোটে জিতেছিলেন বাইডেন।
ইরানও বিগত আমেরিকান নির্বাচনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। গত সপ্তাহের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবারও এমনটা হতে পারে। ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব ও পরবর্তী ইরানি জিম্মি সঙ্কটের ফলে তৎকালীন ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার আধুনিক আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে অপমানজনক পরাজয় ডেকে আনেন।

বাইডেনের ‘নরখাদক’ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাল পাপুয়া নিউগিনি

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তার চাচাকে হয়ত পাপুয়া নিউগিনির নরখাদকেরা খেয়ে ফেলেছিলেন। তার এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় পাপুয়া নিউগিনির প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার দেশকে নরখাদক হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়।
বাইডেন বলেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ সালে তার চাচা অ্যামব্রোস ফিনেগ্যানের বিমান পাপুয়া নিউগিনির ওপর বিধ্বস্ত হয়েছিল। এরপর আর তাকে পাওয়া যায়নি। তাকে সম্ভবত নরখাদকেরা খেয়ে ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।
‘প্রেসিডেন্ট বাইডেন হয়ত মুখ ফসকে এমন মন্তব্য করে ফেলেছেন; কিন্তু আমার দেশকে এভাবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়,’ রোববার এক বিবৃতিতে বলেন পাপুয়া নিউগিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে।
বাইডেনের সঙ্গে এখন পর্যন্ত তার চারবার সাক্ষাৎ হয়েছে জানিয়ে মারাপে বলেন, ঐসব আলোচনায় তিনি সবসময় পাপুয়া নিউগিনির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন- কখন নরখাদকের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।
তিনি বাইডেন ও হোয়াইট হাউসকে পাপুয়া নিউগিনিতে এখনো থেকে যাওয়া অবিস্ফোরিত বোমা অপসারণের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান।
পাপুয়া নিউগিনির ওপর প্রভাব বিস্তারে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতবছর যুক্তরাষ্ট্র ও পাপুয়া নিউগিনির মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সই হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত: জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপ শুরু থেকেই ‘স্বাস্থ্যের অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ‘বিলুপ্ত’ করেছে। জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ সোমবার এ কথা বলেছেন। জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার তলালেং মোফোকেং সেই সঙ্গে মানবাধিকারকে ‘ঐচ্ছিক’ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করেছেন।
মোফোকেং জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর থেকে গাজায় যে যুদ্ধ চলছে, তার মাত্র কয়েক দিনে ‘চিকিৎসা অবকাঠামো অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে’।
গাজায় ইসরায়েলি নিরলস বোমাবর্ষণের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা কয়েক মাস ধরে খুবই সীমিত চিকিৎসা সরবরাহের মধ্যে ভয়ানক পরিস্থিতিতে কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
মোফোকেং জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের নিযুক্ত একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ, যিনি জাতিসংঘের পক্ষে কথা বলেন না। তাঁর মতে, ‘এটি (যুদ্ধ) শুরু থেকেই স্বাস্থ্যের অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্যের অধিকার খর্ব করা হয়েছে।’
এদিকে গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা বাড়ছে। যুদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে এবং দুর্ভিক্ষের সতর্কতাসহ একটি ভয়াবহ মানবিক সংকটের জন্ম দিয়েছে।
ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় এক হাজার ১৭০ জন নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। অন্যদিকে হামাস পরিচালিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুসারে, ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক আক্রমণে গাজায় ৩৪ হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা প্রধানের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল আহারন হালিভা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে নতুন গোয়েন্দা প্রধান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করবেন বলে সোমবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গাজা উপত্যকার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হামাসের গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে চালানো হামলার ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগের গোষণা দিয়েছেন তিনি।
সোমবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রধান গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন।’’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, চিফ অব জেনারেল স্টাফের সাথে আলোচনায় মেজর জেনারেল আহারন হালিভা তার পদের মেয়াদ শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার ঘটনায় নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে এই আহ্বান জানান তিনি।
মেজর জেনারেল আহারন হালিভা তার পদের মেয়াদ শেষ করার ও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিয়ম ও পেশাদারিত্বের প্রক্রিয়া অনুযায়ী নতুন করে সামরিক বাহিনীর নতুন গোয়েন্দা প্রধান নিয়োগ করা হবে।’’
এর আগে, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের শত শত যোদ্ধা সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলে ঢুকে কোনও ধরনের বাধা ছাড়াই বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালায়। ওই হামলায় অন্তত এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত ও ২৫০ জনের বেশি মানুষকে ধরে নিয়ে গাজায় জিম্মি করে রাখে হামাস। হামাসের হামলার দিন থেকেই গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল।
সপ্তম মাসে পৌঁছানো ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর এই যুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নজিরবিহীন মানবিক সংকট তৈরি করেছে। যুদ্ধে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্বিচার হামলায় ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৫ মি.

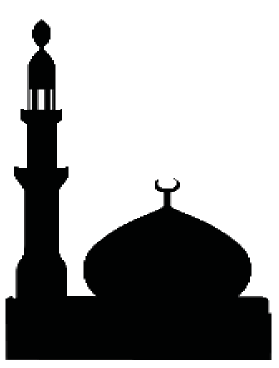

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৫	৫.০৯
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৫	
এশা	৭.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল তাইওয়ান

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের রাজধানী স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে একটি ‘শক্তিশালী’ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় আবহাওয়া প্রশাসন এটিকে পূর্ব হুয়ালিয়েনে উদ্ভূত একটি ৫.৫ মাত্রার কম্পন হিসেবে চিহ্নিত করেছে । সোমবারের ভূমিকম্প তাইওয়ানে আঘাত হানে স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৮ মিনিটে। এটি রাজধানী তাইপেও অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ ভূমিকম্পটিকে ৫.৩ মাত্রার বলে চিহ্নিত করেছে, যার গভীরতা ৮.৯ কিলোমিটার।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার মধ্যে ইরানের রাষ্ট্রপতির পাকিস্তান সফর

আপনজন ডেস্ক: ইরানের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রাইসি সোমবার (২২ এপ্রিল) তিন দিনের সরকারি সফরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন।
পাকিস্তানের রাজধানীর নূর খান বিমানঘাঁটিতে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ইরানি প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী মিয়া রিয়াজ হোসেন পীরজাদা। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের।
গত ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনের পর দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে এটিই প্রথম কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সফর। প্রেসিডেন্ট রাইসি আজ (২২ এপ্রিল) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাথে দেখা করবেন এবং দুই দেশের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাও হবে। ‘প্রধানমন্ত্রী হাউসে পৌঁছালে সফররত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে।’ ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ আর্থ ডে উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে একটি চারা রোপণ করবেন। এতে বলা হয়েছে, তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। রেডিও পাকিস্তান বলেছে, ‘দুই নেতা ইসলামাবাদে একটি হাইওয়েকে ইরান এভিনিউ নামকরণ সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তারা একটি প্রেস টকও করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং তার প্রতিনিধি দলের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজেরও আয়োজন করবেন।’

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বো: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার দেশের সেনাবাহিনীর ওপর যেকোনো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে- এমন খবর প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। নেতানিয়াহু বলেন, ‘সেনাবাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলে এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমি লড়াই করব।’
অধিকৃত পশ্চিম তীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর নেতজাহ ইয়েহুদা ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরেপ করতে পারে। মূলত ‘নেতজাহ ইয়েহুদা’ নামের এই ইউনিটটি ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিম তীরে মোতায়েন রয়েছে। পশ্চিম তীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু অভিযোগ রয়েছে নেতজাহ ইয়েহুদার বিরুদ্ধে।
অধিকৃত পশ্চিম তীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) ইউনিটগুলোতে মার্কিন সামরিক সহায়তা হ্রাস করা হতে পারে এমন প্রতিবেদন সম্পর্কে গত সপ্তাহে জিজ্ঞাসা করা হলে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বিংকেন বলেছিলেন: ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি; আপনারা সামনের দিনগুলোতে সেসব সিদ্ধান্ত দেখতে পাবেন বলে আশা করতে পারি।’

ইসরায়েলি হামলায় নিহত অন্তঃসত্ত্বা, জরুরি অস্ত্রোপচারে বাঁচলো সন্তান

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন এক অন্তঃসত্ত্বা নারী। তবে গর্ভের সন্তানকে বাঁচাতে পেরেছেন চিকিৎসকেরা। জরুরি অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে মেয়ে শিশুটির জন্ম হয়েছে। তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকর্তারা এসব কথা জানিয়েছেন। খবর রয়টার্সের।
স্থানীয় সময় শনিবার (২০ এপ্রিল) রাতে গাজার উপত্যকার দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১৯ জন নিহত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একই পরিবারের ১৩ শিশু রয়েছে। এ হামলাতেই স্বামী, মেয়েসহ সাবরিন আল সাকানি নামের ওই ৩০ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা নারী নিহত হন।
মোহাম্মদ সালামা নামের এক চিকিৎসক বলেন, জরুরি অস্ত্রোপচারের (সি-সেকশন) মাধ্যমে নিহত অন্তঃসত্ত্বা নারীর গর্ভের সন্তানকে বাঁচানো হয়েছে। নবজাতকের ওজন ১ দশমিক ৪ কেজি। তার অবস্থা স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে আছে। বর্তমানে শিশুটিকে রাফার একটি হাসপাতালের ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। শিশুটির কোমরে বাধা একটি টেপে তার নাম হিসেবে লেখা রয়েছে ‘শহীদ সাবরিন আল-সাকানির সন্তান।’
চিকিৎসক সালামা বলেন, ‘এটা অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা। এ শিশু বাঁচলেও সে এখন অনাথ।’

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১১০ সংখ্যা, ১০ বৈশাখ ১৪৩১, ১৩ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

গরমে ঔষধ সংরক্ষণ

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দেশব্যাপী তীব্র দাবদাহ চলিতেছে। কতিপয় জেলায় তাপমাত্রার পারদ উঠিতেছে প্রায় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। তাপমাত্রার এই অতিবৃদ্ধির প্রভাব পড়িতেছে ঔষধে। সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ফার্মেসি ও দোকানে কার্যকারিতা হারাইতেছে ঔষধ। দেশের আবহাওয়ায় বিরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলেও অনেক ফার্মেসি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণে এখনো সেইভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। এইরূপ অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণমান কমিয়া যাওয়া, এমনকি পুরোপুরি নষ্ট হইয়া যাওয়ার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িতেছে। দেশের অনেক জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ঔষধ সংরক্ষণে শতভাগ নিয়ম না মানিবার অভিযোগও দীর্ঘদিনের। এমনকি ঔষধ রুম টেম্পারেচারে রাখার জন্য যে আধুনিক স্টোর ব্যবস্থা থাকিবার কথা, তাহাও আমাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলিতে নাই।
ফার্মেসিগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ কিছু ঔষধ রেফ্রিজারেটরে রাখা হইলেও শেলফেই রাখা হয় বেশির ভাগ ঔষধ, যেইখানে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার কোনো বালাই থাকে না। এমনকি ইনসুলিন, অ্যান্টিবায়োটিক তরল, ইনজেকশন, চোখের ড্রপ এবং কতিপয় ক্রিম ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হইতে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিবার নির্দেশনা থাকিলেও তাহা মানা হয় না। অনেক ঔষধ ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে আলোর আড়ালে রাখিবার নির্দেশনা থাকিলেও তাহা যত্রতত্র ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহার ফলে দোকানদারের অজান্তেই ঔষধের মান নষ্ট হইয়া যাইতেছে।
আরো উদ্বেগজনক কথা, হৃদেরাগের ঔষধগুলি অপেক্ষাকৃত স্পর্শকাতর বিধায় তাহা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইহাতে আদৌ কর্ণপাত করা হয় না। এহেন অবস্থায় দেশব্যাপী যখন তীব্র তাপপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তখন ঔষধ সংরক্ষণব্যবস্থা কতটা বেহাল পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।
আমরা লক্ষ করিয়াছি, দেশের বিভিন্ন স্থানে লোডশেডিং থাকিতেছে দীর্ঘ সময় ধরিয়া। ইহার ফলে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষিত ঔষধের পাশাপাশি গুণমানের ক্ষতিসাধন হইতেছে অন্যান্য মেডিসিনেরও। ঔষধ সংরক্ষণের বিষয়ে দোকানিদের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়া গত বত্সরের মে মাসে চিঠি দিয়াছিল ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। কিন্তু সঠিক তদারকির অভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই বলিয়াই দৃশ্যমান। ঔষধ প্রশাসনের তথ্যানুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত ফার্মেসি বা দোকান ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৩৫টি, যেইখানে মাত্র ৫২৮টিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অর্থাত্, বেশির ভাগ দোকানে সঠিক তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণ করা হইতেছে না। শুধু ফার্মেসি বা দোকানে নহে, সরকারি সংরক্ষণ ব্যবস্থায়ও অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশনা মানা হইতেছে না।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নীতিমালায় বলা হইয়াছে, ১৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঔষধ সংরক্ষণ ও পরিবহন করিতে হইবে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা প্রয়োজন—এমন ঔষধ মাইনাস ৪ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ করিতে হইবে। দেশে জাতীয় ঔষধনীতিতেও ঔষধের দোকানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং রেফ্রিজারেটর থাকিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। এখন দেশব্যাপী যখন তাপপ্রবাহ চলিতেছে, তখন স্বাস্থ্য ও ঔষধ খাতের বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি লইয়া কথা বলিতেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলিয়া আসিতেছেন, ঔষধের গুণমান ঠিক রাখিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোনো বিকল্প নাই। মনে রাখিতে হইবে, প্রতি বত্সরই এপ্রিল মে-জুন মাসে বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়ামের মধ্যে উঠানামা করে। সুতরাং আমাদের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে যথাযথ তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে সেই ঔষধ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। সুতরাং, এই সকল বিষয়ে সচেতনতার জন্য বেশি বেশি প্রচারণা চালাইতে হইবে, তদারকি বাড়াইতে হইবে। ব্যক্তি পর্যায়ে বাসাবাড়িতে ঔষধ রাখিবার ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ নির্দেশনার অনুসরণ জরুরি। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করিবার পাশাপাশি বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করিতেছি আমরা এবং এই শিল্পে আমরা বেশ আগাইয়াও গিয়াছি। ফলে সংরক্ষণের অভাবে যাতে ঔষধ নষ্ট বা কার্যকারিতা না হারায়, সেই বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনায় কেন জড়াতে চায় না সৌদি আরব ও আমিরাত

চলতি মাসের শুরুতে দামেস্কে তেহরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলি বিমান হামলার প্রতিশোধ হিসেবে গত সপ্তাহে ইরান ইসরায়েলকে নিশানা করে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এই ঘটনাপ্রবাহ মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর মধ্য দিয়ে কার্যত ইরান-ইসরায়েলের 'ছায়া যুদ্ধ' শেষ হয়েছে এবং তারা এখন সরাসরি 'রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র' সংঘর্ষে জড়িয়ে গেছে। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। লিখেছেন **জর্জিও ক্যাফিরো**।

চলতি মাসের শুরুতে দামেস্কে তেহরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলি বিমান হামলার প্রতিশোধ হিসেবে গত সপ্তাহে ইরান ইসরায়েলকে নিশানা করে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এই ঘটনাপ্রবাহ মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর মধ্য দিয়ে কার্যত ইরান-ইসরায়েলের 'ছায়া যুদ্ধ' শেষ হয়েছে এবং তারা এখন সরাসরি 'রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র' সংঘর্ষে জড়িয়ে গেছে। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) ছয়টি সদস্যদেশ এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলের জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নড়বড়ে করে দেওয়ার মতো সহিংস প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। একমাত্র বাহরাইন ছাড়া জিসিসির বাকি সব সদস্য সিরিয়ায় ইরানের কূটনৈতিক স্থাপনায় ইসরায়েলের বিমান হামলার নিন্দা জানিয়েছিল। অবশ্য একমাত্র কুয়েত নিন্দা জানানো বিবৃতিতে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ করেছিল। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময় সম্ভবত এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছে, যাতে তাদের ইরানের নেতৃত্বাধীন 'প্রতিরোধ জোট'-এর শ্রেণিভুক্ত বা সেই সারির দেশ মনে না হয়। ইরানি কনস্যুলেটে হামলার ১২ দিন পর তেহরান সাহসী প্রত্যাঘাত করার পর জিসিসি দেশগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং (তাৎক্ষণিকভাবে ইরানকে নিন্দা না করে) উত্তেজনা কমাতে উভয় পক্ষের প্রতি আহ্বান জানায়।
লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, ইসরায়েলের দিকে ছোড়া ইরানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার কাজে নিজের যুক্ত থাকার খবর দ্রুততার সঙ্গে সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরান ও ইসরায়েলের উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তাতে মনে হচ্ছে, তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের কার্যক্রমে কিংবা ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের কোনো কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়াবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
২০২০ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দুই বছর পর আবুধাবি ইরানের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। এর কারণ আবুধাবি মধ্যপ্রাচ্যে একটি তুলনামূলক 'নিরপেক্ষ' অবস্থান ধরে রাখতে চায়। অন্তত ভূরাজনৈতিক বিষয় বিবেচনায় রেখে তারা একটি ক্রমবর্ধমান বহুমুখী ও জোটনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চায়।
অন্যদিকে, ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন অভিযান চালানোর পর দায়সারা গোছের প্রতিক্রিয়া দিয়ে সৌদি আরব আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার একই ধরনের অবস্থানের জানান দিয়েছিল। ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের এই সময়ও সৌদি আরব সেই জোটনিরপেক্ষ ধারায় হাঁটছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব উভয়ই তাদের তেল-পরবর্তী ভবিষ্যৎ অর্থনীতির কথা মাথায় রেখে নিজেদের ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরতে চায়। এর জন্য তারা বিশ্বের একাধিক অঞ্চলকে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়।
জিসিসি সদস্যরা নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি অর্জনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। সে কারণেই তারা তাদের নিজস্ব সীমানার মধ্যে ও প্রতিবেশী এলাকাগুলোতে স্থিতিশীলতা চায়। ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরার রিসার্চ ফেলো ও আমিরাতি সমাজবিজ্ঞানী মিরা আল-হুসেনের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব 'তাদের অর্থনীতির সমৃদ্ধি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সর্বোচ্চ মন দিয়েছে।'

আমাদের বুঝতে হবে, আমরা একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে আছি এবং যেকোনো সময় পরিস্থিতি দ্রুত ঘোরালো প্যাঁচালো হয়ে যেতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসরায়েলে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পেছনে শুধু প্রতিরোধ মনস্তত্ত্ব কাজ করেনি। এর মধ্য দিয়ে তেহরান তার প্রতিবেশীদের কাছে নিজের অস্ত্রের পাল্লা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠাতে চেয়েছে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে কাতারের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ শেখ নওয়াফ বিন মুবারক আল-থানি বলেছেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক দশক ধরে চলা যুদ্ধের আলোকে আমি মনে করি, জিসিসি দেশগুলোর বেশির ভাগের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো, তারা যদি আরেকটি 'অন্তহীন যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের প্রাপ্তির চেয়ে খরচের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাবে।'
অনেকেই যখন ইরান ও ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে সাজানো প্রচারণা বলে ভাবতে শুরু করেছেন, তখন উপসাগরীয় এলাকা ও জর্ডানের অনেক বিশ্লেষক ইরানের ১৩ এপ্রিলের হামলাকে দৃষ্টি আকর্ষক নাটকীয়তা বলে মনে করছেন। তাঁরা মনে করছেন, এই হামলা ইরান ও ইসরায়েল উভয়েরই ভাষ্যকে জোরালো করার কাজ করেছে। সেই জায়গা থেকে দেখলে বলা যায়, ইরানের ইসরায়েলবিরোধী পদক্ষেপগুলো না গাজাকে অস্ত্রবিরতির কাছাকাছি এনেছে; না ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের মর্যাদাপ্রাপ্তির দিকে নিয়েছে। বরং আঞ্চলিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, এই হামলা অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল।
রিয়াদ ও তেহরানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের যে নতুন সূচনা হয়েছে, ইরান-ইসরায়েলের এই শত্রুতায় তা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটিও এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সৌদি আরব যেসব কারণে গত বছর ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল, তার সবই সৌদি আরবের জন্য এখন পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় আছে। ইরানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান শত্রুতা সম্পর্কে রিয়াদের ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিমিত প্রতিক্রিয়া এবং ইয়েমেনে হুতি লক্ষ্যবস্তুতে ইঙ্গো-মার্কিন বোমাবর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখার দৃঢ় সংকল্প প্রমাণ করে, তেহরানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে রিয়াদের প্রতিশ্রুতি এখনো দৃঢ় অবস্থায় আছে। তবে এটিও ঠিক, ইরান এবং সৌদি রাজবংশের সঙ্গে শত্রুতার দীর্ঘ ইতিহাস আছে, তেহরান ঘনিষ্ঠ এমন অরাষ্ট্রীয় আরব গ্রুপগুলো সম্পর্কে সৌদি আরব আগের মতোই সন্দেহ পোষণ করে যাচ্ছে।
আঞ্চলিক উত্তেজনা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে 'প্রতিরোধ জোট'ভুক্ত ইরান-সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে এবং তাদের কর্মকাণ্ড জিসিসি সদস্যদের নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, সে বিষয়টি রিয়াদের নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।
আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ইস্যুগুলো সৌদি-ইরান গাঁটছড়া বাঁধার প্রক্রিয়াকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেবে। তবে ইসরায়েল এখন কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেবে, তার ওপর মূলত সবকিছু নির্ভর করছে। আল-থানি বলেছেন, যদি ইসরায়েলিরা সংযম দেখায় (সেটি সীমিত আকারের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে হোক কিংবা ন্যূনতম হতাহতের মাধ্যমে হোক), সে ক্ষেত্রে সৌদি-ইরানি সম্পর্কের বিদ্যমান ধারা অপরিবর্তিত থাকবে।
তবে আমাদের বুঝতে হবে, আমরা একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে আছি এবং যেকোনো সময় পরিস্থিতি দ্রুত ঘোরালো প্যাঁচালো হয়ে যেতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসরায়েলে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পেছনে শুধু প্রতিরোধ মনস্তত্ত্ব কাজ করেনি। এর মধ্য দিয়ে তেহরান তার প্রতিবেশীদের কাছে নিজের অস্ত্রের পাল্লা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠাতে চেয়েছে।
একই সঙ্গে তারা জিসিসিকে দেখাতে চেয়েছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তার বিষয়ে ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতিকেও তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

জর্জিও ক্যাফিরো
ওয়াশিংটনভিত্তিক ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গাল্‌ফ এস্টেট অ্যানালিটিকসের প্রধান নির্বাহী
মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, অনুবাদ

গ্যারেত ইভান্স

গাজা যুদ্ধ: বিশ্বকে এখন দুই রাষ্ট্র সমাধানের দিকেই যেতে হবে

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। এই আন্দোলনকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি দেওয়ার সময় হয়েছে। ইসরায়েল দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে হাঁটলে তা হামাসকে পুরস্কৃত করবে এমন নয়, বরং এতে ইসরায়েল নিজেও লাভবান হবে।
গত ৭ অক্টোবরের ভয়ংকর ঘটনা পরিষ্কার করেছে, ফিলিস্তিনিদের জন্য সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া ইসরায়েল কখনোই সন্ত্রাসের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারবে না।
মধ্যপ্রাচ্যের সব পক্ষের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে আলাপ-আলোচনা করা এবং কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ ও সমাধানে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে নিশ্চিত করেছে, হতাশা খুব সহজেই ক্রোধে পরিণত হতে পারে এবং তারপর সেটি অবর্ণনীয় আক্রোশে রূপ নিতে পারে। সেই একই অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করতে পারি, ন্যায্য এবং মর্যাদাপূর্ণ মীমাংসার আশাবাদ সত্যিকার অর্থে যখন দেখা যায়, তখন সহিংসতার হুমকি দ্রুত কমে যায়।
৭ অক্টোবরের হামলার মূল কারণ উপলব্ধির অর্থ কখনোই নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে ন্যায্যতা দেওয়া নয়। ইসরায়েলকে সর্বশক্তি দিয়ে এ ধরনের হামলা প্রতিরোধ করার অনুমতি ও অধিকার আন্তর্জাতিক আইন দিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার ও তাঁর অন্ধ সমর্থকেরা মূল কারণকে অস্বীকার করে চলেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটতে অস্বীকার করে যাচ্ছেন। এটি আরও সন্ত্রাসী হামলাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
এটি এখন বিশেষ সত্য হয়ে উঠেছে যে অনেক সাধারণ ও নিরীহ ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়ার অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্বরতার কারণে বাস্তুচ্যুত, আঘাতপ্রাপ্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন।
আমি সবখানে সব সময় বলে থাকি, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নৈতিক, আইনি এবং রাজনৈতিক যুক্তি বরাবরই জোরালো। জাতিসংঘের প্রায় ১৪০টি সদস্যদেশ (যদিও এগুলোর প্রায় সবই বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশ) ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে। গাজা যুদ্ধ এখন ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ইস্যুটিকে নতুন প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে। আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ এখন ইসরায়েলের অস্থিরতাকে কেবল ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকে চিরস্থায়ী হাতিয়ার হিসেবে দেখছে না; বরং তারা এই বেপরোয়া আচরণকে ইসরায়েলের নিজেদের দুর্দশাকেও চিরস্থায়ী করার 'গ্যারান্টি' হিসেবে দেখছে।
যদি বৈশ্বিক আলোচকদের মধ্যে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র গঠন ইস্যুতে দ্বিমত থাকে, তাহলে কোনো শান্তি আলোচনা সফল হবে না। এই মতপার্থক্য দূর করার একমাত্র উপায় হলো বিষয়টি বিশ্ববাসীকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো যে শুধু আরব এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র গঠনের দাবির পক্ষে নয়, বরং যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক উত্তরের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত সব পশ্চিমা দেশ ফিলিস্তিনের আলাদা রাষ্ট্র গঠনকে সমর্থন করে।
৯ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে জানিয়েছেন, এর আগে যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, নরওয়ে—এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে যে বিবেচনা করেছিল, সেটিকে বাস্তবভিত্তিক ধরে নিয়ে তাঁর দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এটি সত্য, যেকোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য টাইমিং বা লাগসই মুহূর্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়ে চলতি মাসেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য কয়েকটি দেশ অবশ্য এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক না-ও হতে পারে। যাহোক, যাত্রার গন্তব্য পরিষ্কার এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ তৈরি হচ্ছে।
অনেকে বলতে পারেন, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার এসব প্রতিশ্রুতি আসলে লোকদেখানো ও ছেলে ভোলানো তৎপরতা। কারণ, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান বেপরোয়া বসতি নির্মাণ কর্মসূচি যে আঞ্চলিক বিভক্তির সৃষ্টি করেছে, তা দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে এখন কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে বলে মনে হচ্ছে।
দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের বিষয়ে ইসরায়েলের বিরোধিতা এবং নিজস্ব এক রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের বিষয়ে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন—উভয়ই দিন দিন বেড়েছে এবং ৭ অক্টোবরের হামলার পর সে অবস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, একটি দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কারণ, এটি আন্তর্জাতিকভাবে অপ্রতিরোধ্যভাবে পছন্দের নীতি হিসেবে এখনো টিকে আছে এবং ইসরায়েলের নিজস্ব দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থেই এটি দরকার।
বহু বছর ধরে অনেক বিশ্লেষক দাবি করে আসছেন, ইসরায়েল একই সঙ্গে একটি ইহুদি রাষ্ট্র, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং ঐতিহাসিক জুদেয়া ও সামারিয়া অঞ্চলের পুরোটা অধিকার করে রাখা একটি রাষ্ট্র হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য কোনো রাষ্ট্রের থাকতে পারে না (এটি আমার সাবেক বস অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হ্যাওয়াকের মতো)। বরং ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করবে।
যদি বৈশ্বিক আলোচকদের মধ্যে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র গঠন ইস্যুতে দ্বিমত থাকে, তাহলে কোনো শান্তি আলোচনা সফল হবে না। এই মতপার্থক্য দূর করার একমাত্র উপায় হলো বিষয়টি বিশ্ববাসীকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো যে শুধু আরব এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র গঠনের দাবির পক্ষে নয়, বরং যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক উত্তরের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত সব পশ্চিমা দেশ ফিলিস্তিনের আলাদা রাষ্ট্র গঠনকে সমর্থন করে।

গ্যারেত ইভান্স অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের সাবেক প্রেসিডেন্ট
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

নামখানায় বাম বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নকীব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: লোকসভা ভোটের সময় যত এগিয়ে আসছে ততই বিরোধীদের দল ভেঙে কর্মী সমর্থকরা শাসক দলে যোগ দিচ্ছে এমনটাই ছবি দেখা গেল সোমবার দিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নামখানা ফ্রেজারগঞ্জ এ দিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে একটি কর্মীসভা হয় ,যে কর্মী সভাতে ফ্রেজারগঞ্জ নামখানা এলাকা থেকে, কয়েকশ বিজেপি, সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা তাদের দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। এদিন এই কর্মী সভাতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সরকারি সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি, ও নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্থানীয় পঞ্চায়েতের নেতৃত্বরা।পর এদিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার বলেন সময় যত এগোবে বিজেপি সিপিএম আইএসএফ , কর্মী সমর্থকরা দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করতে এবং তৃণমূলে শামিল হতে বিরোধী শূন্য হয়ে যাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একটাও আসন পাবেনা । বিরোধীদের জামানা জব্দ হবে কারণ এদের ভোটের সময় দেখা যায় সারা মাস সারা বছর তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের সাথে থাকে তাই মানুষ যোগ্য জবাব দেবে ভোটে।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে এসভিইপ কর্মসূচি

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া:

আপনজন: সোমবার বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচি পালন হল নদী তীরবর্তী এলাকায়।প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে প্রতি বছর'ই ২২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় আর্থ ডে বা ধরিত্রী দিবস। এবছর 'গ্রহ বনাম প্লাস্টিক' প্রতিপাদ্য নিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশের সুরক্ষা কতটা জরুরি, তা উপলব্ধি করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ প্রথম ১৯৭০ সালে ধরিত্রী দিবস পালন করে। এখন বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের কোটি কোটি মানুষ দিনটি পালন করছে। ২০২৪ সালের ধরিত্রী দিবসের প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে 'গ্রহ বনাম প্লাস্টিক'। এর লক্ষ্য প্লাস্টিক দূষণের ফলে মানুষ ও পৃথিবীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। আগের বছরগুলোতে ধরিত্রী দিবসে জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে শুরু করে প্রজাতি রক্ষা, গাছ রোপণের উপকারিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ধরিত্রি দিবস উপলক্ষে,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে হিরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এর অন্তর্গত কাজিয়াখালী শ্মশান তীরবর্তী অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে একটি বৃক্ষরোপন এর এসভিইপ কার্যক্রম উদযাপন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক লিপিকা রায়, ব্লকের আধিকারিক শেখ আজহারউদ্দিন, চন্দন দাস, শেখ নুরউদ্দিন আলম,অমরনাথ গুড়িয়া, উত্তম বারিক, নাজির হোসেন মিদ্যা প্রমুখ।

ঘাটশিলায় জালসা ও সম্প্রীতি সভা

জে এ সেখ ● শক্তিগড়

আপনজন: ৭২ তম মীঁয় জালসা ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ের ঘাটশিলায়। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা মোহাম্মদ আম্মার উদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। এছাড়াও ছিলেন মাওলানা মুফতী মুনাঈম ফাতেহী সাহেব। পীরজাদা আম্মার সিদ্দিকি বর্তমানের অবক্ষয়িত সমাজ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। বলেন, চারিদিকে এত ইসলামিক আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও কেন মুসলমানদের মধ্যে আশানুরূপ পরিবর্তন নেই! আসলে আমরা মনের বশবর্তী হয়ে গেছি । সুতরাং,আগে নাফস অর্থাৎ মন কে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। নইলে সব আমল বা ভালো কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্যই আচার সর্বস্ব ইবাদতের পাশাপাশি নাফসকে নিয়ন্ত্রন করতে ইলমে তাসাউফের আরও বেশি চর্চার প্রয়োজন। ইলমে তাসাউফ চর্চা ছাড়া অন্তরে ইবাদতের স্বাদ পাওয়া বড়ই মুশকিল। তিনি বর্তমানে বিভিন্ন বিভ্রান্তি ছড়ানো বক্তাদের বক্তব্যের ব্যাপারে শ্রোতাদের সতর্ক করেন এবং সকলকে শিরকমুক্ত, গীবত মুক্ত,হিংসা,গর্ব ও লোভ মুক্ত জীবন যাপনে উৎসাহিত করেন।পাশাপাশি,ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ময় সুন্দর সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। অন্যদিকে, মুনাঈম সাহেব আল্লাহর নবীর উন্নত আদর্শে জীবন গঠন ও এখলাস মন্ডিত আল্লাহর ইবাদত পালনের কথা তুলে ধরেন।

শুকিয়ে যাচ্ছে দামোদরের জল, সংকটে পড়তে পারে বাসিন্দারা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সারা বিশ্বে পানীয় জলের অভাব দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক শহর ভূ গর্ভস্থ জল শূন্য হিসাবে ঘোষণা করেছে । পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে নদীর ধারে মানব সভ্যতা গড়ে ওঠে ঠিক তেমনি দামোদরের তীরে গড়ে উঠেছিল শহর বর্ধমান এক প্রাচীন সভ্যতা । বহু উত্থান পতন দেখেছে এই শহর। প্রাচীনকাল থেকে সেন পাল যুগ থেকে শুরু করে পাঠান মুঘল ইংরেজ আমল হয়ে কংগ্রেসের রাজত্ব বাম রাজত্ব বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্ব দেখছে এই বর্ধমান। পূর্ব বর্ধমানের দামোদর নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড উত্তাপে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত এরপর জলের স্তর নেমে যাওয়ার ফলে বর্ধমান শহরে পানীয় জলের অভাব দেখা যেতে পারে। এমনিতেই জলের স্তর অতিরিক্ত পরিমাণে নেমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছে। অমৃত প্রকল্পে দামোদরের জল নিয়ে বর্ধমান শহরে জল সাপ্লাইয়ের যে ব্যবস্থাপনার চিন্তাভাবনা ছিল সেটা এখনো সাফল্যমন্ডিত হয়নি। সাধারণ মানুষ যে পরিমাণে জল অপচয় করছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর ফল ভুগতেই হবে । ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় আগামী দিনের গভীর সংকটে পড়বে মানুষ। এখনই বৃহৎ পরিকল্পনা না নিলে জলের অপচয় বন্ধ না করলে খাবার জল নিয়ে হাহাকার পড়ে যাবে। বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি মাটির নিচে থেকে যে পরিমাণে জল তুলছে তার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর তলানিতে থেকে যাচ্ছে এই নিয়ে কারো কোন হেলদোল নেই। সাধারণ মানুষ সতর্ক না হলে ভয়ংকর হুমকির মধ্যে পড়বে। খাদ্য জলের অভাবে মরুভূমির আকার ধারণ করবে ।

বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে একদিনে তিন জায়গায় সভা করলেন বক্সি

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: 'লোকসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পাশাপাশি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ দাস বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবেন।' বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বাগদা, বনগাঁ, গোবরডাঙ্গায় কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত বক্সী এ ও মন্তব্য করেন। এ দিন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম বৃত্তান্ত এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন তৃণমূলের সাধারণ কর্মী সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী নারায়ন গোস্বামী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ প্রমুখ। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস, মানুষের পাশে থেকে কাজ করার অঙ্গীকার করে সকলকে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ছুড়ে ফেলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় নিশ্চিত করতে উপস্থিত কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্বরা । সোমবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে পৃথক তিনটি কর্মীসভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান শ্যামল রায়, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা সংকর দত্ত, তৃণমূল নেতা রতন ঘোষ, পরিতোষ সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এখন দেশে জন্ম হলেও নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে: রামচন্দ্র ডোম

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: এই দেশে জন্ম,এরপরেও নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে? এসব মানি না। এনআরসি প্রসঙ্গ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সিপিআইএম পলিট ব্যুরোর সদস্য ডক্টর রামচন্দ্র ডোম। উল্লেখ্য রাজনগরের আড়ালি গ্রামে প্রয়াত বাম নেতা তেজারত হোসেনের স্মরণসভার আয়োজন করা হয় রবিবার রাতে। জানা যায় গত ১০ই এপ্রিল ৯৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন উক্ত বাম নেতা। ষাটের দশকে বীরভূমে বামেদের উত্থানে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন সময়ে বাম যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পদেও আসীন ছিলেন। স্মরণ সভায় রামচন্দ্র ডোমবলেন সংবিধানে লেখা আছে এই দেশে যার জন্ম,তাকে কোন নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে না। সুতরাং কেন্দ্রের এইসব নীতি আমরা মানছি না এবং এই আওয়াজ সর্বত্র তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভাজনের নীতি নিয়ে চলছে, কিন্তু প্রয়োজন ভাত, কাপড়ের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের। স্মরণ সভায় ছিলেন সিপিএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শীতল বাউরি, জেলা সদস্য শুকদেব বাগদী, রাজনগর কমিটির সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি, কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক অমর মালি, বৃন্দদেব দাস, গুরুপদ স্বর্ণকার, প্রয়াত নেতার পুত্র বামকর্মী সামিউল আক্তার প্রমুখ।

শৃঙ্খলা রক্ষায় নাবাবিয়া মিশন...

***আপনজন ডেস্ক:** ছাত্রছাত্রী কিংবা মিশনে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা কিংবা অশিক্ষক কর্মচারী বা নিরাপত্তা রক্ষী সবার জন্য পৃথক পৃথক ইউনিফর্ম নব কলেবরে চালু করল হুগলির মাইনানের নাবাবিয়া মিশন। ঈদুল ফিতরের পর ইউনিফর্মের নতুন রঙে সজ্জিত শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মীবৃন্দ অফিস স্টাফ গ্রুপ ডি স্টাফদের নিয়ে মিশনারী শৃঙ্খলা রক্ষার পাঠ দিল নাবাবিয়া মিশন। এ সম্পর্কে নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার বলেন, মিশনে সুসজ্জিত ও পরিপাটি হয়ে থাকাটাও একটা শিল্প শুধু নয়, এই প্রবণতা তাদের মধ্যে একটা ঐক্যের বার্তা দেয়। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে শিক্ষকরা যদি নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখেন তাদের দেখে শিখবেন ছাত্রছাত্রীরাও, সেই উদ্দেশ্যেই এই নয়া ইউনিফর্ম চালু।*

কাকলির সমর্থনে মহিলা তৃণমূলের সভা দেগঙ্গায়

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দেগঙ্গা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে সোমবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দেগঙ্গার বেড়াচাঁপায়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস ইলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজী, ইলেকশন কমিটির জয়েন্ট কনভেনর তথা দেগঙ্গা ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা দাস মন্ডল,দেগঙ্গা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর শম্পা কাহার, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের দলীয় প্রধান, সদস্যরা এবং মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। এই বৈঠকে মহিলাদের আরও উন্নয়ন, লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে কিভাবে প্রচার কৌশল নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী,লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, মানবিক ভাতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে মহিলারা ব্যানার দিয়েছেন প্রার্থী সমর্থনে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁরা পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন,তাঁরা মানুষের কাছে প্রচার করবেন, মানুষের দুয়ারে যাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জয়লাভ এবং ভোটে জয়ের মার্জিন বেশি করার জন্য তাঁদের যা যা করণীয় সেটা তাঁরা করবেন।

আবু তাহেরের সমর্থনে রোড শো জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের মিছিল মিটিং সভা। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের উত্তর জোন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিশাল জমায়েত করে রোড শো করলেন দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম মূল নেতৃত্ব এরাই দেন বলে সূত্রে জানা যায়। সোমবার বিকেলে হাজারের বেশি মোটর সাইকেল নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে চেপে হাত নেড়ে পথ চলতি মানুষের কাছে ভোট চান প্রার্থী আবু তাহের খান। এদিনের রোড শো থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ের কথা তুলে ধরে স্লোগান দেয় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। প্রার্থী আবু তাহের খান বলেন মানুষের যে উৎসাহ এদিনের রোড শোয়ে দেখা গেছে তাতে করে প্রমাণ করে যে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন। তিনি আরো বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সাগর পাড়ায় এসে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমন করেছেন তার জবাব মানুষ ভোটের মাধ্যমে দিবে বিজেপিকে বলেও তিনি জানান। এদিনের রোড শোয়ে হাজির ছিলেন উত্তর জোন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমজাদ আলী খান সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি গণ। উত্তর জোনের পাঁচ অঞ্চলে রোড শো করেন এদিন। কোথাও প্রার্থীকে মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। আবার কোথাও মিষ্টি মুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান এদিন।

কেরিয়ার কাউন্সেলিং বড়ঞায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ বড়ঞা ব্লকে আয়োজিত হল ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম। উক্ত প্রোগ্রাম ১০০ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিল। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়াদের ক্যারিয়ারের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে সেন্টার ফর ট্রেনিং এন্ড একাডেমিক গাইডেন্স এর পক্ষ থেকে বড়ঞা ব্লকের বেলগ্রাম হাই স্কুলে আয়োজিত হলো ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিভাগের উপর আলোকপাত করেন শেখ মহাব্বত (শিক্ষক নগর তপশিল বালিকা বিদ্যালয়) অ্যাডভোকেট আসমাউল হক ও ফারুক আহমেদ (কোঅর্ডিনেটর সেন্টার ফর ট্রেনিং এন্ড একাডেমি গাইডেন্স)। এছাড়া ছিলেন মোহাম্মদ ইনজামামু উল লাইস ও সুরাজ শেখ।

মাদ্রাসায় ঈসালে সওয়াব

***আপনজন:** শনিবার উলুবেড়িয়ায় হাজী এসহাক সিদ্দিকী সিনিয়র মাদ্রাসাতে ঈসালে সওয়াবে উপস্থিত ছিলেন পীর ওমর সিদ্দিকী, পীর আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন, আখেরি দোয়া করেন পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী সাহেব। ছবি: নুরুল ইসলাম খান*

***আপনজন:** লালগোলার বিলবোরাকোপরা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান। তথ্য ও ছবি: সারিউল ইসলাম*

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জি ডি স্টাডি সার্কেলের সভা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: জি ডি স্টাডি সার্কেলের সদস্যরা শনিবার জি ডি একাডেমির অফিস ঘরে সামাজিক কল্যাণে মিশন স্কুলের ভূমিকা এবং পতাকা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তাক হোসেন-এর অফুরন্ত অবদানের কথা তুলে ধরলেন প্রাক্তন পিএসসি'র চেয়ারম্যান শেখ নুরুল হক, সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, আরফান আলি বিশ্বাস, লিয়াকত আলি, রফিকুল ইসলাম, ড. আমজাদ হোসেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন মামুন ন্যাশনাল স্কুলের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইয়াসিন এবং উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

বন্ধ ঘর থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার

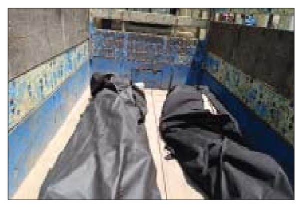

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বন্ধ ঘর থেকে এক দম্পতির দেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত দম্পতির নাম রঞ্জিত ব্যানার্জী (৭৭) ও কবিতা ব্যানার্জী (৭৫)। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ।সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে ১ নম্বর দিঘীরপাড় মিলন সংঘ ক্লাব সংলগ্ন পাড়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, রঞ্জিত ব্যানার্জী ও স্ত্রী কবিতা ব্যানার্জী বাড়িতে দুজনেই থাকতেন। দুই ছেলে বাইরে চাকরি করেন। রঞ্জিত ব্যানার্জী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। তবে বর্তমানে বিভিন্ন বাড়িতে পূজা করতেন। প্রতিবেশীরা জানান বড় ছেলে চিরঞ্জিত ব্যানার্জী উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত এ সরকারি চাকরি করেন এবং ছোট ছেলে বিল্টু কলকাতায় চাকরি করেন। গত দুদিন ধরে বাবা-মার সাথে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারছিলেন না চিরঞ্জিত বাবু। একটা সময় পর মোবাইল ফোনটিও বন্ধ হয়ে যায়। তারপর রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসেন দেখেন বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গেটেও তালা লাগানো রয়েছে ভিতর থেকে। বিস্তর ডাকাডাকির পর সাড়া না দেওয়ায়, দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখেন দেহ দুটি পড়ে আছে ঘরের মধ্যেই। রক্তাক্ত ছিল কবিতা ব্যানার্জীর দেহ।

উলুবেড়িয়া উত্তরে প্রচারে সাজদা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তুলসীবেড়িয়ার কালীবাড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ।এরপর তিনি তুলসীবেড়িয়া এবং জোয়ারগোড়ী অঞ্চলের একাধিক এলাকায় হুডখোলা গাড়িতে চেপে প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন।প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি,ওই কেন্দ্রের দলের সভাপতি বিমল দাস, সহ:সভাপতি শেখ ইলিয়াস প্রমুখ,দলের যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল প্রমুখ।

ক্লাসিকোয় বার্সাকে হারিয়ে শিরোপার আরও কাছে রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ৩:২ বার্সেলোনা
ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে শুধু লা লিগাতেই গোল লাইন প্রযুক্তি নেই। কেন? গত বছর মে মাসেই জানিয়েছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। বলেছেন, গোল লাইন প্রযুক্তি 'বেশ ব্যয়বহুল।' ওদিকে গত অক্টোবরে তেবাসের বাৎসরিক বেতন বাড়িয়ে ৫৪ লাখ ইউরো করার প্রস্তাবে স্পেনের প্রায় ৪০টি ক্লাবের ভোট দেওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সে যা হোক, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর এল ক্লাসিকোতে ৩-২ গোলে হারের পর গোল লাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করতে পারেন বার্সার সমর্থকেরা। বলতে পারেন, যে প্রযুক্তি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগ লিগে আছে, সেটা ব্যবহার করতে না পারলে আর শীর্ষ পাঁচ লিগের কাতারে থাকা কেন!
ম্যাচে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ১-১ গোলের সমতায়। ২৮ মিনিটে বার্সার কর্নার থেকে লামিনে ইয়ামালের টোকা কোনোমতে ঠেকান রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার আন্দ্রি লুনিন। ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দেখেও ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলটি পুরোপুরি গোললাইন পেরোনোর আগেই লুনিন ঠেকিয়েছেন কি না! ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির রায় মেনে গোল দেননি মাঠের রেফারি। ধারাভাষ্যকারেরাও সে সময় গোললাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপারটি ইতমধ্যেই ঝড় তুলেছে। গোলটি পেলে যে বার্সাকে হারতে হয় না, রিয়ালও লিগ শিরোপার হাত ছোঁয়া দূরত্বে যায় না!
৩২ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় বার্সা। ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় জিরোনা। হাতে ৬ ম্যাচ রেখে বার্সার সঙ্গে ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রিয়াল।
এই ৬ ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারবে বার্সা। এখনই ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় নিজেদের বাকি ৬ ম্যাচ থেকে আর ৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই ৩৬তম লিগ জয় নিশ্চিত হবে রিয়ালের। অন্যদিকে বার্সা ট্রফি ছাড়াই মৌসুম শেষের অপেক্ষায়।
বার্সা কিন্তু জেতার সুযোগ পেয়েছিল। ম্যাচের ৬ ও ৬৯ মিনিটে দুবার এগিয়ে গিয়েছিল কাতালান ক্লাবটি।
৬ মিনিটে রাফিনিয়ার কর্নার থেকে গোল করেন আন্দ্রেয়াস ক্রিশ্চিনসেন। ১২ মিনিট পর বার্সার বক্সে লুকাস ভাসকেজকে সমন্বিত প্রচেষ্টায় ফাউল করেন পাও কুবারাসি ও হোয়াও কানসেলো। পেনাল্টি পায় রিয়াল। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন ভিনিসিয়ুস। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে ডান পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বার্সার মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং।
প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ক্রিশ্চিনসেনের বদলি হয়ে নামা ফারমিন লোপেজ বার্সাকে গোল এনে দেন ৬৯ মিনিটে।
লুনিন বল ধরতে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নিয়ে ফিরতি শটে গোল করে বার্সাকে আবারও এগিয়ে দেন লোপেজ। এর মিনিট পাঁচেক আগে রবার্ট লেভানডফস্কিকে তুলে ফেরান তোরেসকে মাঠে নামায় বার্সা। অফসাইডের প্যাঁচে পরে তোরেসও পরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।
তবে পিছিয়ে পড়ার চার মিনিট পরই সমতায় ফেরে রিয়াল। ৭৩ মিনিটে ভলিতে গোল করেন ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা ভাসকেজ। গোটা ম্যাচে সেভাবে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে না পারা জুড বেলিংহাম এরপর রিয়ালের জয় এনে দেন। প্রয়োজনের সময় গোল করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

কোহলির ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হল

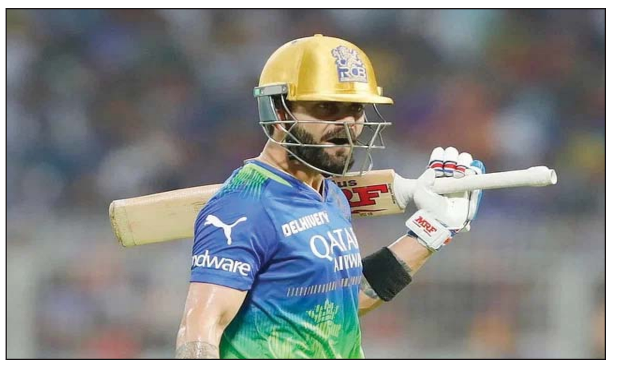

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে গতকাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে ১ রানে হেরেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচে আইপিএলের আচরণবিধি ভাঙার দায়ে বেঙ্গালুরু তারকা বিরাট কোহলির ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ অর্থ জরিমানা করা হয়েছে।
কোহলিকে ঠিক কী কারণে জরিমানা করা হয়েছে, আইপিএলের বিবৃতিতে সেটি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ২২২ রান তাড়া করতে নেমে ৭ বলে ১৮ রানে আউট হওয়ার পর যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন বেঙ্গালুরু ওপেনার, সেটির ভিত্তিতে তাঁকে জরিমানা করা হয়েছে।
বেঙ্গালুরুর ইনিংসে তৃতীয় ওভারে কলকাতার পেসার হর্ষিত রানার বলে বোলারকেই ক্যাচ দিয়ে আউট হন কোহলি। ফুল টস সেই ডেলিভারিটি 'নো' ছিল কি না, সেটি নিয়ে বিতর্কও হচ্ছে। কোহলি সেই ডেলিভারিটি ক্রিজের বেশ বাইরে থেকে খেলেছেন। স্লোয়ার থাকায় বোঝা যাচ্ছিল, বলটা বেশ উঁচু ফুল টস হলেও নিচে নামবে। যদিও বলটি ব্যাটে খেলার সময় তা কোহলির কোমরের চেয়ে বেশি উচ্চতায় ছিল।
কোহলির দাবি ছিল, এটি নো বল। কিন্তু হক আই প্রযুক্তি ডেলিভারিটি বৈধ হিসেবে রায় দেয়।
হক আই প্রযুক্তি অনুযায়ী, কোহলি যদি ক্রিজে থাকতেন তাহলে বলটি পিচের মাটি থেকে ০.৯২ মিটার উচ্চতা (কোহলি ক্রিজে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে) দিয়ে যেত, যেখানে মাটি থেকে তাঁর কোমরের উচ্চতা ১.০৪ মিটার।
অর্থাৎ কোহলি ক্রিজে থাকলে বলটি তাঁর কোমরের নিচ দিয়েই যেত। আর সে জন্যই এটি বৈধ ডেলিভারি। কিন্তু বেঙ্গালুরু তারকা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। মাঠের আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সতীর্থ ফাফ ডু প্লেসিও ডেলিভারিটি 'নো' ভেবে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করেছেন।
আইপিএলে এই 'নো' নিয়ে বিতর্ক থামাতে এবার নতুন প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে ব্যাটসম্যান ক্রিজে থাকতে ফুল টস বল তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডেলিভারিটির উচ্চতা মাপা হয়। এরপর ব্যাটসম্যান ক্রিজে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তাঁর পা থেকে কোমরের উচ্চতার সঙ্গে ওই ডেলিভারির উচ্চতা যাচাই করে দেখা হয়।ব্যাটসম্যানের পা থেকে কোমর পর্যন্ত উচ্চতার হিসাবটা আগেই রেকর্ড করে রেখেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।
ব্যাটসম্যানের পা থেকে কোমর পর্যন্ত যে উচ্চতা, ফুল টস ডেলিভারিটির উচ্চতা তার চেয়ে বেশি হলেই সেটি নো বল হিসেবে গণ্য হবে। আর এই প্রযুক্তির হিসাব অনুযায়ী কোহলি ক্রিজে থাকলে হর্ষিত প্যাটেলের সেই ডেলিভারিটি তাঁর কোমরের উচ্চতার ০.১২ মিটার নিচু দিয়ে যেত।

ভিএআর রেফারি অন্য দলের সমর্থক, ফরেস্টের অভিযোগের পর তুলকালাম

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল এভারটনের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে নটিংহাম ফরেস্ট। ম্যাচের পর পেশাদার গেম ম্যাচ অফিশিয়ালস লিমিটেডের (পিজিএমওএল) প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ফরেস্ট। কারণ? ম্যাচের আগে পিজিএমওএল কর্তৃপক্ষকে ফরেস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এই ম্যাচের ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েল লুটন টাউনের সমর্থক। তাঁকে এই ম্যাচ পরিচালনা থেকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল ফরেস্ট; কিন্তু পিজিএমওএল অনুরোধটি রাখেনি।
ম্যাচে ফরেস্টের তিনটি পেনাল্টির আবেদন নাকচ করে দেন মাঠের রেফারি অ্যান্থনি টেলর ও ভিএআর রেফারি অ্যাটওয়েল। এরপর আর চুপ করে থাকেনি প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে ৩৪ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে নেমে যাওয়া ক্লাবটি।
অবনমন অঞ্চলে নেমে যাওয়া থেকে আর এক ধাপ দূরে আছে ফরেস্ট। তাদের সমান ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৮তম (অবনমন অঞ্চলে) লুটন। ফরেস্ট ম্যাচটি জিততে পারলে কিংবা ড্র করলেও অবনমন অঞ্চলে থাকা তিনটি ক্লাবের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আরেকটু বাড়ত। তার ওপর তিনটি পেনাল্টির দাবি নাকচ হওয়ায় ফরেস্টের একটু খেপে ওঠাও অস্বাভাবিক কিছুই না।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ সেই ক্ষোভটাই গতকাল প্রকাশ করেছে ফরেস্ট, 'তিনটি খুব বাজে সিদ্ধান্ত। তিনটি পেনাল্টি দেওয়া হয়নি, যেটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। ম্যাচের আগে আমরা পিজিএমওএলকে জানিয়েছিলাম ভিএআর রেফারি লুটনের সমর্থক। কিন্তু তারা তাকে (ম্যাচ থেকে) সরিয়ে নেয়নি। এভাবে একাধিকবার আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করা হয়েছে। নটিংহাম ফরেস্ট এখন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে।'
তবে বিবিসি স্পোর্ট জানিয়েছে, ভিএআর দায়িত্ব থেকে অ্যাটওয়েলকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ম্যাচের আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বলেনি ফরেস্ট। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) ফরেস্টের এই পোস্টের ব্যাপারে তদন্তে নেমেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'মিরর'কে এফএ নিশ্চিত করেছে, ফরেস্টের পোস্টে যেহেতু খেলার বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তাই ব্যাপারটি তদন্ত করা হবে।
তবে ফরেস্টের এই পোস্ট ভালো চোখে দেখছেন না লিভারপুল কিংবদন্তি ও ফুটবল পণ্ডিত জেমি ক্যারাগার। স্কাই স্পোর্টসকে বলেছেন, 'এটা বলে দেয়, প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে আমরা এখন কোথায় আছি। স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েল ও অ্যান্থনি টেলরের একটা বাজে দিন গেছে। সে জন্য তাদের ন্যায্য সমালোচনা হতে পারে...হতাশ লাগছে। কারণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছুক্ষণ আগে যা পড়েছি, সেটা পানশালায় বসে ভক্তের কথার মতো লেগেছে। নটিংহাম ফরেস্টের জন্য এটা বিব্রতকর।'
প্রিমিয়ার লিগের প্রফিট অ্যান্ড সাসটেইনিবিলিটি নিয়ম (পিএসআর) ভাঙায় গত মার্চে ফরেস্টের ৪ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়। এরপরই লিগ পয়েন্টে ক্লাবটির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। ফরেস্ট অবশ্য সেই ৪ পয়েন্ট কেটে নেওয়ার বিরুদ্ধে আপিল করেছে। প্রিমিয়ার লিগের সাবেক রেফারি মার্ক ক্লাটেনবার্গ ফরেস্টের কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন এবং ম্যাচের দিন এভারটনের মাঠ গুডিসন পার্কে ছিলেন।
গতকাল 'মেইল অনলাইন'-এ লেখা কলামে তিনি পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে 'কৌতুক' বলেন এবং ম্যাচে স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েলকে ভিএআর রেফারির দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও পিজিএমওএলের সমালোচনা করেন। কলামে তিনি লিখেছেন, 'এসব ভুলের যেকোনো একটি অনেক বড় হয়ে দাঁড়াতে পারত। তিনটি কৌতুককর সিদ্ধান্তের কারণে নটিংহাম ফরেস্টের মনে করছে তারা এর শিকার হয়েছে এবং আরেকটি হার–যেখানে একটি বড় সিদ্ধান্তও তাদের পক্ষে যায়নি।'
ক্লাটেনবার্গের এই কলাম প্রকাশের আগেই এ নিয়ে স্কাই স্পোর্টসে কথা বলেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক ডিফেন্ডার ও ফুটবল–পণ্ডিত গ্যারি নেভিল। তিনি দাবি করেন, ফরেস্ট এ বিষয়ে যে অবস্থান নিয়েছে, সেখান থেকে দূরে থাকতে ক্লাটেনবার্গের পদত্যাগ করা উচিত, 'মার্ক ক্লাটেনবার্গকে অবশ্যই আজ রাতেই (গতকাল) পদত্যাগ করতে হবে। অন্য দলকে সমর্থন করায় কাউকে প্রতারক বলা এবং রেফারির বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তার বলা কথাগুলো প্রকাশ হওয়ার অর্থ হলো, আশপাশে যা বলাবলি হচ্ছে তিনি সেসব সমর্থন করছেন। ম্যাচে রেফারি–সম্পর্কিত সব রকম বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি হারাবেন। (ফরেস্টের) বিবৃতি থেকে দূরে থাকতে তার আজ রাতেই

১৭ বছর বয়সেই দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে গুকেশ

আপনজন ডেস্ক: বয়স এখনো ১৮ হয়নি। ছোট এ বয়সেই বড় এক কীর্তি গড়ে ফেলেছেন তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের ডোমারাজ গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি জিতেছেন ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট। আন্তর্জাতিক চেস ফেডারেশনের আয়োজনে এই টুর্নামেন্ট মূলত হয় বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী বের করার জন্য। ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জন্য চ্যালেঞ্জ জানান বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে। ১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া গুকেশ এ বছরের শেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়বেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীনের ডিং লিরেনের বিপক্ষে। এখনো সেই লড়াইয়ের ভেন্যু এবং সূচি ঠিক হয়নি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাতে যাওয়া সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু গুকেশ। ভারতের দাবাড়ুদের মধ্যে এর আগে ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট জিতেছেন একজনই–বিশ্বনাথন আনন্দ। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন ২০১৪ সালে। সম্ভাব্য ১৪ পয়েন্টের মধ্যে ৯ পয়েন্ট হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুকেশ।
এমন কীর্তির পর বিশ্বের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার গুকেশ অভিনন্দন পেয়েছেন সাবেক ক্যান্ডিডেট চ্যাম্পিয়ন আনন্দের কাছ থেকে। এক্সে এক বার্তায় আনন্দ লিখেছেন, 'সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার হওয়ার জন্য গুকেশকে অভিনন্দন। তোমার কীর্তিতে ডব্লুএসিএ চেস (ওয়েস্টব্রিজ আনন্দ চেস একাডেমি) পরিবার গর্বিত। যেভাবে তুমি খেলেছ আর কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছ, আমি ব্যক্তিগতভাবেও তোমাকে নিয়ে গর্বিত। মুহূর্তটা উপভোগ করো।'
নাক, কান ও গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাবা এবং অণুজীববিজ্ঞানী মায়ের সন্তান গুকেশের দাবায় হাতেখড়ি ৭ বছর বয়সে। ২০০৬ সালের ২৯ মে পৃথিবীর আলো দেখা গুকেশ দাবায় হাতেখড়ির ২ বছরের মধ্যেই প্রথম শিরোপা জেতেন। ২০১৫ সালে জেতেন অনূর্ধ্ব-৯ এশিয়ান স্কুল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ। এর ৩ বছর পর ২০১৮ সালে বিশ্ব ইয়ুথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে জেতেন সোনার পদক। আর ২০২২ সালে হাংজুতে এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে জেতেন রুপার পদক।
২০২২ সালেই আরেকটি কীর্তি গড়েন গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি হারিয়ে দেন ম্যাগনাস কার্লসেনকে। পরে কার্লসেন হয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

মিচেল মার্শের আইপিএল শেষ

আপনজন ডেস্ক: এবার আইপিএলে বাকি মৌসুমে আর দেখা যাবে না মিচেল মার্শকে। অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার হ্যামস্ট্রিংয়ে পাওয়া চোট সারাতে ১২ এপ্রিল দেশে ফিরে যান। সেই চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি মার্শ। তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ রিকি পন্টিং আজ জানিয়েছেন, এবার আর ভারতে ফেরার সম্ভাবনা নেই মার্শের। আইপিএলে দিল্লির হয়ে ৩ এপ্রিল সর্বশেষ ম্যাচ খেলেন মার্শ। এরপর ১২ এপ্রিল ফিরে যান অস্ট্রেলিয়ার পার্থে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট সারাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মেডিকেল স্টাফদের দ্বারস্থ হন ৩২ বছর বয়সী এই তারকা।
আইপিএলে মার্শ ফিরবেন কবে, তখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ চোট থেকে সেরে উঠতে তাঁর পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন ছিল। দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমকে পন্টিং বলেছেন, 'আমার মনে হয় না সে ফিরে আসবে। বদলি খেলোয়াড়ের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া আছে। সেরে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু করতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাকে দ্রুত নিজেদের কাছে চেয়েছে এবং আমরাও যত দ্রুত সম্ভব তাকে পাঠিয়েছি।' পন্টিং এরপর বলেছেন, 'কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা তার পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার দেখভাল করছে। সেদিন তার (মার্শ) সঙ্গে কথা হলো, যেটা বুঝলাম সে যেমন ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে। তবে আমার মনে হয় না, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে।'

'ফার্গি টাইম' এখন 'আলোনসো টাইম'

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের শেষ কর্নার। শেষ হলেই সমাপ্তির বাঁশি বাজবে। ১ গোলে পিছিয়ে থাকা বায়ার লেভারকুসেন মৌসুমে প্রথমবারের মতো হার নিয়ে মাঠ ছাড়বে। কিন্তু না, লেভারকুসেন তো অপরাজেয়! শেষ কর্নারের আক্রমণ থেকেই ইয়োসিপ স্তানিসিচ হেড নিলেন, বল গেল জালে, ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজল ১-১ সমতায়। ঠিক এভাবেই কাল রাতে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠে বুন্দেসলিগায় ড্র করেছে লেভারকুসেন। শুধু ডর্টমুন্ডের বিপক্ষেই নয়, গোটা মৌসুমেই লেভারকুসেন একের পর এক ম্যাচে শেষ মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়েছে। কখনো পিছিয়ে থাকা ম্যাচে সমতা এনেছে, কখনো সমতায় থাকা ম্যাচে জয় তুলেছে। শুধু বুন্দেসলিগাতেই নয়, জার্মান কাপ আর ইউরোপা লিগেও এমন দৃশ্যের মঞ্চায়ন হয়েছে বারবার। এরই মধ্যে বুন্দেসলিগা জিতে নেওয়া লেভারকুসেনের শেষ দিকের এই মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াকে তুলনা করা যায় 'ফার্গি টাইম'–এর সঙ্গে। নাম দেওয়া যায় 'আলোনসো টাইম'। ফুটবলে 'ফার্গি টাইম'–এর উদ্ভব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনকে কেন্দ্র করে। ফার্গুসন কোচ থাকার সময় প্রায়ই শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচ নিজেদের অনুকূলে নিয়ে নিত ইউনাইটেড। যা একপর্যায়ে সমর্থকদের মধ্যে ফার্গি টাইম নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ডাগআউটে দাঁড়ানো ফার্গুসনের হাতঘড়িতে তাকানোর ছবিও। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০১২-১৩ মৌসুম পর্যন্ত ম্যাচের ৯০ মিনিটের পর সবচেয়ে বেশি জয়সূচক গোল করেছিল লিভারপুল–২৪টি। একই সময়ে আর্সেনালের এ ধরনের গোল ছিল ১৯টি, চেলসির ১৮। তুলনায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ছিল কম–১৬। তবে অন্য ক্লাবগুলোতে লম্বা এ সময়ে অনেক কোচই কাজ করে গেছেন কিন্তু ইউনাইটেডে ছিলেন শুধুই ফার্গুসন। যে কারণে দল বা খেলোয়াড় ছাপিয়ে কোচ কেন্দ্র করেই পরিচিত হয়ে ওঠে যোগ করা সময়ের জয়সূচক গোল। দিন শেষে খেলাটা ডাগআউট থেকে কোচই চালান বলে কৃতিত্বটাও তাঁর নামেই। ইউনাইটেডের ফার্গি টাইমের আদলে লেভারকুসেনে চলছে আলোনসো টাইম। রোববার রাতের ডর্টমুন্ড ম্যাচসহ মৌসুমে ছয়টি ম্যাচে যোগ করা সময়ের গোলে পয়েন্ট পেয়েছে লেভারকুসেন। ইউরোপা লিগে সংখ্যাটা ৩, জার্মান কাপে ১।

পান্ডিয়া বললেন, সমর্থকদের প্রত্যাশা নিয়ে মাথা ঘামাই না

আপনজন ডেস্ক: গুজরাট টাইটানস থেকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ফেরার পর দর্শক-সমর্থকদের সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়ার দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। এবারের আইপিএলে বেশ কয়েকবার মাঠে দুয়ো শুনেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক। এবার পান্ডিয়াও দর্শক-সমর্থকদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানিয়েছেন। বলেছেন, সমর্থকদের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।
রোহিত শর্মার জায়গায় মুম্বাইয়ে অধিনায়ক হওয়া পান্ডিয়া আজ আইপিএলে নিজের শততম ম্যাচ খেলবেন। জয়পুরে মুম্বাইয়ের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। স্টার স্পোর্টসের 'ক্যাপ্টেনস স্পিক' পর্বে অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেছেন পান্ডিয়া। সেখানে চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ টেনে ৩০ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেন, 'চ্যালেঞ্জ মজার। তবে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোনটা চ্যালেঞ্জিং, আমি বলব ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রত্যাশা, সমর্থকদের প্রত্যাশা। সত্যি বলতে কি, যেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, এর চেয়ে বরং কিছুটা চাপ বা ব্যস্ত জীবনই আমি চাই। কারণ, তখন মনে হয় আমি কার্যকর কিছু করছি।'
এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচ খেলে চারটিতে হেরেছে মুম্বাই। প্লে-অফ সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে প্রতিটি জয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে জয়পুরে মুম্বাইয়ের রেকর্ড খুব একটা পক্ষে নেই। রাজস্থানের মাঠে সাত ম্যাচ খেলে মাত্র দুটিতে জিততে পেরেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। পান্ডিয়া অবশ্য অতীত নিয়েও বেশি মাথা ভাবতে চান না, 'আমরা কখনোই হাল ছেড়ে দিই না। এটা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমার কাছে রোমাঞ্চকরই লাগে, চ্যালেঞ্জ আমাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**